অকা—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

মেকলকন্যকা } নর্ম্মদা নদী।
মেখলকন্যকা }

আকা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আকা —(দেং)চুল্লী, চুলা, উনান।
আঁকা —(দেং) অঙ্কিত করা।
কাকা —(দেং)খুড়া, কাকের শব্দ।
চাকা —(দেং)রথাদির চক্র, চক্র, খণ্ড, টুক্‌রা।
ঝাঁকা —(দেং) বংশ নির্ম্মিত ডালি বিং।
টাকা —(দেং)রৌপ্য মুদ্রা, টাকা।
টাঁকা —(দেং)সিয়ান, সেলাই।
ঢাকা —জিলা বিং।
ঢাঁকা —(দেং) আবৃত, আচ্ছাদিত।
পাকা —(দেং)পরিপক্ক, বিস্ফোট, পালক, বালিকা।
বাঁকা —(দেং) বক্র, বাঁকা, অসরল, সুঠাম।
রাকা —পূর্ণিমা তিথি,নব ঋতুমতী স্ত্রী,নদী,রোগ বিং।
ধাক্কা —(দেং)ঠেলা, আঘাত।
আক্রা —(দেং)দুর্ম্মূল্য, মাহার্ঘ্য।
হাল্কা —(দেং)লঘু, পাতলা, স্বল্পমূল্য।

আকা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

উৎকাকা —প্রতিবর্ষে প্রসূতা গাভী।

খজাকা —যে ব্যঞ্জনাদি মন্থন করে, দর্ব্বী, হাতা।
আঢাকা —(দেং)খোলা, অনাচ্ছাদিত।
পতাকা —ধ্বজ, নিশান, সৌভাগ্য, চিহ্ন, কেতু।
বন্দাকা —বৃক্ষোপরি জাত বৃক্ষ, পরগাছা।
মনাকা —করিণী, হস্তিনী।
মন্যাকা —গায়ের শির,স্নায়ু,গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থ শিরা
আপাকা —(দেং)অপক্ক, অপরিপক্ক।
প্লবাকা —নৌকা, ভেলা।
গুড়াকা —নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য।
তড়াকা —তট, আঘাত।
এলাকা —(যাং)সম্বন্ধ, বিষয়।
বলাকা —ক্ষুদ্রজাতীয় বকশ্রেণী।
মলাকা —কামিনী, বেশ্যা, দূতী, হস্তিনী।
মালাকা —মালা, মাল্য।
শলাকা —শলা, ক্ষুদ্র যষ্টী, হাড়, বাণ, দিয়াসলাই।
হোলাকা —হোলী, দোল, বসন্তোৎসব।
নিহাকা —উভচর জন্তু বিং, গোধিকা, গোসাপ।
বর্ণাঙ্কা —কলম, লেখনী।

আকা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

গলাধাক্কা—গলহস্ত, গলটিপি।
অনুবাক্যা —সাধক মন্ত্র বিং।

আকা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

জয়পতাকা —জয়ধ্বজা।

দীপশলাকা—দেশলাই, দিয়াশলাই।

আকা—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

মদনশলাকা—কামোদ্দীপক ঔষধ, কোকিল।

ইকা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

টিকা —(দেং) বসন্তরোগ জন্য ক্ষত, ভস্মচূর্ণ সমষ্টি।

টীকা —যাহা দ্বারা মূল বচনের অর্থ বোধ হয়,ব্যাখ্যা।

ঠিকা —(দেং) কর্ম্মের তৎকালিক বেতন।

ত্রিকা —কূপের উপরিস্থ পট্টের প্রান্তভাগ, তেকাঠা।

ফিকা —(দেং) ম্লান, পাণ্ডুবর্ণ, রঙের নামান্তর।

শিকা —(দেং) দ্রব্যাদি রক্ষণার্থ রজ্জুময় আধার বিং।

হ্রীকা —শঙ্কা, ভয়, ত্রপা, লজ্জা।

ছিক্কা —হাঁচি, কাশি, ক্ষুত, ছিঁক।

পৃক্কা —পিড়িং শাক।

লিক্ষা —ক্ষুদ্র উকুণ, নিকি।

লীক্ষা —লীক্ষা, নিকি।

হিক্কা —রোগের উপসর্গ বিং, হেঁচ্কী।

ছিল্কা —বল্কল, ছাল, পাতলা খণ্ড।

ইকা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

কায়িকা —ধনের বৃদ্ধি বিং।

মাইকা —(ইং) অভ্র।

ফক্কিকা —পূর্ব্বপক্ষ, কুট প্রশ্ন, ফাঁকি, অসদ্ব্যবহার।

ভক্কিকা —ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁ পোকা।

চক্রিকা —হাঁটু, জানু, জঙ্ঘা।

মক্ষিকা } কীট বিং, মাছি।
মক্ষীকা

রক্ষিকা —রক্ষা, আশ্রয়।

শঙ্খিকা —চোরহুলী ঘাস, চোরকাঁটা।

অঙ্গিকা —কঞ্চুক, কাঁচুলি, আঙ্গিয়া।

দীর্ঘিকা —বৃহৎ পুষ্করিণী, হিঙ্গুপত্রী।

কুচিকা —তূলিকা, তূলী।

পাচিকা —যে স্ত্রীলোক পাক করে।

প্রাচিকা—দংশকীট, ডাঁস, বনমক্ষিকা।

মাচিকা —মক্ষিকা, মাছি।

লোচিকা—লুচি, পুরী।

কঞ্চিকা —বেণু শাখা, কঞ্চী।

কুঞ্চিকা —গুঞ্জা, কুঁচ, চাবী, কঞ্চী, কুঁচে মৎস্য।

কুর্চ্চিকা —চাবী, গাঢ় দুগ্ধ, কুঁড়ী, তূলী, সূঁচ, কুঁচী।

চর্চ্চিকা —দুর্গা, চর্চ্চা, আন্দোলন।

পিচ্ছিকা—পিচ্ছ সমূহ, চামর বিং।

রাজিকা —শ্রেণী, রেখা, ক্ষেত্র, রাই সর্ষপ।

মজ্জিকা —পক্ষি বিং, সারসী।

কাঞ্জিকা—আমানি।

কুঞ্জিকা —কেলে জীরা।
গঞ্জিকা —মদিরাগৃহ, মদের দোকান, গাঁজা।
গুঞ্জিকা —গুঞ্জা, কুঁচ।
পঞ্জিকা —তিথি নক্ষত্রাদি কালজ্ঞাপক গ্রন্থ।
পিঞ্জিকা —পাঁইজ, তুলনালিকা।
ফঞ্জিকা —যষ্টিকা বৃক্ষ, বামনহাটী গাছ।
মঞ্জিকা —গণিকা, বেশ্যা।
লঞ্জিকা — [ঐ]
হঞ্জিকা —ভার্গী, বামনহাটীর গাছ।
আর্য্যিকা —মান্যা স্ত্রীলোক।
সর্জ্জিকা —ক্ষার বিং, সাজিমাটী, শাচিক্ষার।
খটিকা —খড়ী, কর্ণরন্ধ্র, বেনা গাছ।
খাটিকা —মড়ার খাট, আবদার, ক্ষুদ্র, খর্ব্ব।
গুটিকা —বটিকা, গুলি, ঘুঁটী।
ঘটিকা —মুহূর্ত্ত, কলসী, পাদগ্রন্থি, যোজনা কারিণী।
চেটিকা —দাসী, সেবিকা, নাট্যে নর্ম্মসখি।
ছোটিকা —অঙ্গুলি ধ্বনি, তুড়ি।
নাটিকা —দৃশ্য কাব্য বিং।
পটিকা —বস্ত্র বিং।
পুটিকা —এলাচ, এলাচী।
পেটিকা —পেটরা, ঝাঁপি, বৃক্ষ বিং।
বীটিকা —সজ্জিত তাম্বুল, খিলি, বন্ধন, পানের বিড়া

রোটিকা —রুটী, পিষ্টক বিং।

নটিকা —নটীগন্ধদ্রব্য, বন আদা।

খট্টিকা —ছোট খাট, শবযান, মড়াফেলা খাট।

পট্টিকা —পটি, পটী, ব্রণাদির বন্ধন, চতুষ্পথ, পাগ্ড়ী।

নট্টিকা —নটীগন্ধদ্রব্য, বন আদা।

খট্টিকা —ছোট খাট।

ঘণ্টিকা —ক্ষুদ্র ঘণ্টা, আল্জিভ।

ঘুণ্টিকা —কিঙ্কিণী, ঘুঁঙুর।

যষ্টিকা —লাঠি, ১ নর হার, যষ্টিমধু।

শুষ্টিকা —জলশুক্তি, ঝিনুক, শামূক।

কণ্ঠিকা —ঘোটকের গলবেষ্টন রজ্জু, ১ নর কণ্ঠমালা।

কাষ্ঠিকা —কাটী।

ষষ্ঠিকা —দুর্গা, ভবানী, তিথি বিং, দেবী বিং।

কুণ্ডিকা —স্থালী, কমণ্ডলু, তাম্র কুণ্ড।

তুণ্ডিকা —নাভি, তেলাকুচা।

দণ্ডিকা —রজ্জু, হার বিং।

নিণ্ডিকা—তেওড়া কলাই।

পিণ্ডিকা—চক্রের মধ্যভাগ, খেজুরগাছ, অলাবু।

ভণ্ডিকা —মঞ্জিষ্ঠা লতা।

রুণ্ডিকা —দ্বারের সম্মুখ, চৌকাট, রণস্থল, বিভূতি।

লুণ্ডিকা —একত্র বেষ্টিত সূত্রাদি, লুড়ি, লুটি।

শুণ্ডিকা —আলজীভ্, মদ্য।

হুণ্ডিকা —মৃৎপাত্র বিং, হাঁড়ী।
দূতিকা —দৌত্যকার্য্যে নিযুক্তা স্ত্রী, কুটনী।
পুতিকা —ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকা বিং।
পূতিকা —পূঁইশাক, পূতিকরঞ্জ লতা, বিড়ালী।
পোতিকা—পূতিকা শাক, শতপুষ্পী, মূলপোতী।
প্রাতিকা —জবাফুল।
লতিকা —প্রিয়ঙ্গু ও মাধবী লতা, দুর্ব্বা, লতানেগাছ।
লূতিকা —মাকড়সা, পিপীলিকা।
সূতিকা —নবপ্রসূতা স্ত্রী, স্ত্রীরোগ বিং।
সেতিকা —অযোধ্যা।
কৃত্তিকা —নক্ষত্র বিং।
পুত্তিকা —পতঙ্গিকা, উইপোকা, মধুমক্ষিকা।
মৃত্তিকা —ভূমি, মাটী, মৃৎ, গন্ধমাটী।
রত্তিকা —এক কুঁচ ওজন পরিমাণ।
লত্বিকা —টিক্‌টিকী, গিরগিটী।
ধাত্রিকা } আমলকী, ধাই, উপমাতা।
ধাত্রীকা
পত্রিকা —পত্র, বৃক্ষাদির পাত, পুস্তকাদির পাত।
মাতৃকা —উপমাতা, ধাত্রী, মাতা, স্বর, বর্ণমালা।
তিক্তিকা—কটুতুম্বী, তিক্তলাউ।
রক্তিকা —রত্তিকা পরিমাণ, গুঞ্জা, রাই-সরিষা।
শুক্তিকা—শুক্তি, ঝিনুক।

অম্বিকা—নাট্যোক্তিতে জেষ্ঠা ভগিনী।

কর্ত্তিকা—মধ্যমাঙ্গুলি, হস্তির শুণ্ডাগ্র।

কর্ত্তৃকা—ক্ষুদ্র খড়্গ, ছোট খাঁড়া।

গর্ত্তিকা—তন্তুশালা, তাঁতঘর।

বর্ত্তিকা—দীপদশা, শলিতা, পক্ষিণী বিং, বর্ত্তকপাখী।

ভস্ত্রীকা—জাঁতা, চর্ম্মপ্রসেবিকা, ভিস্তী।

যূথিকা—মাগধী, কুসুম, যুঁই ফুল।

বীথিকা—গৃহাঙ্গ, বৃক্ষশ্রেণী যুক্ত পথ, নাটক বিং।

খদিকা—(দেং) লাজ, খই।

বেদিকা—দেবমঞ্চ, বোলতা, গিলাংটী।

হৃদিকা—কৃপাচার্য্যের মাতা।

মৃদ্বীকা—দ্রাক্ষা, আঙুর।

ক্ষুদ্রিকা—দংশ, ডাঁশ।

মুদ্রিকা—ছাপা, পয়সা, মোহরাদি, রূপার মুদ্রা।

ছিন্নিকা—গুড়ুচীলতা, গুলঞ্চলতা।

অন্দিকা—উনান, চূলা।

চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না, চাঁদামাছ, ছন্দো বিং, নদী বিং

তন্দ্রিকা—অল্প নিদ্রা, আলস্য, অবসন্নতা।

ছর্দ্দিকা—বমি, উদ্গার।

গোধিকা—গোসাপ।

সাধিকা—সুষুপ্তি, গাঢ় নিদ্রা।

দগ্ধিকা—দগ্ধান্ন, পোড়া ভাত।

অক্ষিকা —রাত্রী, স্ত্রী বিং, দ্যূতক্রীড়া বিং, ক্ষুদ্র সরিষা।
কণিকা —এক কণা মাত্র, অতি সামান্য মাত্র।
কেণিকা—তাম্বু, কানাৎ।
ক্ষণিকা—বিদ্যুৎ, চপলা।
গণিকা —বেশ্যা, বারাঙ্গনা, হস্তিনী, যুঁইফুল।
সৃণিকা
সৃণীকা } লালা, মুখের জল।
জনিকা —পুত্রবধূ, জনয়িত্রী, স্নুষা।
তনিকা —দড়ী, রজ্জু।
দিনিকা —এক দিনের বেতন।
ধনীকা —যুবতী, সুন্দরী স্ত্রী।
ধেনিকা —ধন্যাক, ধনিয়া।
ফেনিকা—মিষ্টান্ন দ্রব্য বিং, খাজা।
ভাণিকা—একাঙ্কে হাস্যরস প্রধান নাটক।
মাণিকা —অষ্টপল পরিমাণ।
মানিকা —মদ্য, সুরা, একসের পরিমাণ।
নাসিকা —বংশী, বাঁশী, বেণু, মুরলী, সানাই।
নগ্নিকা —অপ্রাপ্ত রজস্কা, কুমারী, বিবস্ত্রা।
লগ্নিকা —অজাত রজস্কা, বালিকা, বিবস্ত্রা স্ত্রী।
কর্ণিকা —কর্ণাভরণ, লেখনী, কুট্টনী, মধ্যমাঙ্গুলি।
উষ্ণিকা —অন্নমণ্ড, ভাতের মাড়, যবমণ্ড।
কৃষ্ণিকা —রাজিকা, রাই সরিষা।

পৃশ্নিকা —কুম্ভিকা, জলের পানা।
জ্যোৎস্নিকা-জোৎস্না বিশিষ্ট রাত্রি।
কুপিকা —সমুদ্রস্থ পর্ব্বতাদি, কুপি, কুপা।
গোপিকা—গোয়ালিনী, গোপের স্ত্রী,রক্ষিকা।
দীপিকা —জ্যোতিগ্রর্ন্থ বিং, রাগিনী বিং, চন্দ্রিকা।
ধূপিকা —কুজ্ঝটিকা।
পূপিকা —পূলি, পিঠা।
ব্যাপিকা—প্রগল্‌ভা স্ত্রী, প্রবলা।
রূপিকা —শ্বেতার্ক, সাদা আকন্দ গাছ।
পিপ্পিকা —দন্তমল, দাঁতের ছাতা।
পুষ্পিকা —ভণিতা, লিঙ্গ ও দন্তমল।
হাফিকা —জৃম্ভা, হাই।
কবিকা —লাগাম, কৈমাছ।
জীবিকা —জীবনোপায়, বৃত্তি।
দ্রাবিকা —লাল, লালা।
নবিকা —নবশব্দ যুক্তা।
শিবিকা —যান বিং, পাল্কী, ডুলি।
অম্বিকা —মাতা, দুর্গা, ধৃতরাষ্ট্রের জননী।
ডিম্বিকা —জলবিম্ব,কামুকী,কামাতুরা স্ত্রী,শোনকবৃক্ষ।
তুম্বিকা —অলাবু, লাউ।
বিম্বিকা —তেলাকুচার গাছ, চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল,বুদ্বুদ।
লম্বিকা —অলিজিহ্ব, আলজিভ।

দার্ব্বিকা—কাথোদ্ভব তুথ, গো জিহ্বা।
কুম্ভিকা —চক্ষুরোগ বিং, কুম্ভযোগ, দ্রোণপুষ্পী।
জৃম্ভিকা —হাই, প্রস্ফুটন, প্রকাশ, মুখ ব্যাদন।
যামিকা —ত্রিযামা, রাত্রী, রজনী।
ধূমিকা —কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা।
ভূমিকা —সাজান, প্রস্তাবনা, কক্ষা, ছদ্মবেশ, রচনা।
শ্যামিকা—শ্যামবর্ণ, কালিমা, মালিন্য।
হিমিকা —শিশির, হিমকণা, কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা।
তাম্রিকা—সময় নিরূপক ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র বিং।
ধূম্রিকা —শিংশপা বৃক্ষ, শিশুগাছ।
ঊর্ম্মিকা —তরঙ্গ,উৎকণ্ঠা,অঙ্গুরীয়,বস্ত্রের উপর চুনাট।
ব্রাহ্মিকা—বামনহাটী গাছ।
করিকা —নখক্ষত।
কারিকা —যাতনা, শ্লোক, নটী, সুদ, শিল্পকর্ম্ম, যত্ন।
ক্ষারিকা—বুভুক্ষা, ক্ষুধা।
ক্ষীরিকা—ক্ষীরা, শশা, খর্জ্জুর, পরমান্ন।
ক্ষুরিকা —পালমশাক, মৃৎপাত্র বিং।
গিরিকা —ছোট ইঁদুর, নেঙ্টে ইঁদুর।
গোরিকা—শারিকা পক্ষিণী।
গৌরিকা—গৌরী, অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা।
চীরিকা —ঝিল্লী।
চোরিকা—তস্করতা, চুরি।

চৌরিকা—তস্করতা, চুরি, চৌচালা ঘর।
ছুরিকা —অস্ত্র বিশেষ, অসি, পুত্রী।
ঝিরিকা —ঝিঁঝিঁপোকা।
ঝীরিকা — [ঐ]
তরিকা —নৌকা, তরণী, বস্ত্রাদি পেটক।
তারিকা—তালরস, তাড়ী, তারা, নক্ষত্র।
পূরিকা —পিষ্টকভেদ, পূরী, কচুরী ইত্যাদি।
সরিকা —ঔষধ দ্রব্য বিং, হিঙ্গুপত্রী, গমন কারিণী।
সারিকা —পক্ষিনী, শালিকপাখী, ময়না।
ইড়িকা —পৃথিবী।
ওড়িকা —নীবার, উড়ীধান।
খড়িকা —উলুখড়ের মূলভাগ, খড়ীমাটী।
নাড়িকা —শিরা, ২৪ মিনিট, নালী ঘা, সূর্য্য রশ্মি।
দাড়িকা —শ্মশ্রু, দাড়ি, চিবুক।
এলীকা —ছোট এলাচী, নির্দ্দিষ্ট সীমা।
কলিকা —অপ্রস্ফুটিত পুষ্প, বেণার মূল, কল্কে।
কালিকা—কলঙ্ক, হরীতকী, চণ্ডিকা, আগত কল্য।
কূলিকা —কুম্বর বংশী।
গুলিকা —বন্দুক প্রভৃতির গুলি, গুলি, গুটিকা।
চূলিকা —হস্তী কর্ণমূল, নাটকের অঙ্গ বিং।
চেলিকা —চেলির কাপড়, পট্টবস্ত্র।
জলিকা —জোঁক, জলৌকা।

জালিকা—মোচা, বিধবা, জোঁক,বস্ত্র ও সাঁজোয়া বিং
ডুলিকা —খঞ্জনাকার পক্ষি বিশেষ।
তালিকা—(যাং)ফর্দ্দ, লতা বিং, চপেট, চাপড়, থাবড়া।
তূলিকা —বর্ত্তিকা, চিত্রসাধিনী, তরী।
দোলিকা--হেঁদলা, হিন্দোল, দোলা, ঝুলন।
ধূলিকা —কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা, ধূলাস্বরূপ।
নলিকা —সুগন্ধি দ্রব্য বিং, নল, ডাঁটা।
নীলিকা —নেত্র রোগ ভেদ, নীলবৃক্ষ, সেফালিকা।
পালিকা —অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার, কোণ, প্রতিপালনকর্ত্রী।
পোলিকা—পূপিকা, পাতলারুটী, কোণ, পুলী পিটা।
খল্লিকা —পিটেভাজা খোলা।
ঝল্লিকা —গায়ের ময়লা, দীপ্তি, আলোক।
ঝিল্লিকা—ঝিঁঝিঁপোকা, প্রখর সূর্য্য রশ্মি, চিক্‌মিক্।
তল্লিকা —চাবী।
পল্লিকা —গৃহগোধিকা, টিক্‌টিকী, জ্যেষ্ঠী।
ভল্লিকা —স্থিতি, জন্ম, বৃত্তি, প্রাপ্তি, সংসার, শিব।
অম্লিকা, অম্লীকা —তেঁতুল গাছ, অম্ল পিত্ত রোগ বিং।
আম্লিকা, আম্লীকা —তেঁতুল গাছ।
ইষিকা —হস্তীর নেত্র গোলক, কাশ, কুশ।
ইষীকা —হস্তীর নেত্র গোলোক, তুলি, কাশ, কুশ।

ইষিকা }
ঈষীকা } তুলিকা, কাশ, তৃণ, কেশে খড়্কে।

কাশিকা—বারানসী ক্ষেত্র, কাশরোগ।

কৌশিকা }
কৌষিকা } চষক, পানপাত্র।

জোষিকা—কলিকা, কুঁড়ি।

দৃষিকা —নেত্রমল, চোকের পিঁচুটি, তুলিকা।

নাসিকা —ঘ্রাণেন্দ্রিয়,চৌকাঠের উপর কাঠ, ঝন্‌কাঠ।

মিষিকা —জটামাংসী।

মূষিকা }
মূষীকা } ইন্দুরী, ইন্দুরকাণী পানা, তস্করপত্নী।

মেষিকা —স্ত্রীমেষ, তিনীশ বৃক্ষ, জটামাংসী।

লসিকা —লালা, মুখ নির্গত জল।

লসীকা —জলরূপ এক প্রকার তরল পদার্থ, ইক্ষুরস।

লাসিকা —লাস্যকারিনী, নর্ত্তকী, নটী।

ভিস্মিকা —দগ্ধ অন্ন।

অহিকা —শাল্মলী বৃক্ষ।

দেহিকা —কীট বিং।

মহিকা —তুষার, হিম, নীহার।

মিহিকা — [ঐ]

লোহিকা—কটাহ্ প্রভৃতি লৌহপাত্র।

সিংহিকা —রাহুর মাতা, কশ্যপ পত্নী।

ব্রাহ্মিকা —বামনহাটীর গাছ, ব্রহ্ম ধর্ম্মাবলম্বনী স্ত্রী।

ইকা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

লঙ্কায়িকা —শৃক্কা, পিড়িংশাক।
আখ্যায়িকা —ইতিহাস, উপন্যাস।
আত্রেয়িকা —নদী বিং, ঋতুমতি, অত্রিবংশ্যা।
ধাত্রেয়িকা —ধাই, ধাত্রী, উপমাতা।
মৈত্রেয়িকা —মিত্রযুদ্ধ, বন্ধুগণের পরস্পর সংগ্রাম।
সানেয়িকা —বংশী, বাঁশী, বেণু, মুরলী, সানাই।
কারায়িকা —বকশ্রেণী, বলাকা।
কুলায়িকা —চিড়িয়াখানা।
চটকিকা —চড়ুইপাখী, শ্যামা পক্ষী, মোহ সম্বরণ।
ক্লীতকিকা —নীলীবৃক্ষ।
খড়ক্কিকা —গুপ্ত দ্বার, খিড়কী।
পতঙ্গিকা —এক প্রকার মধু মক্ষিকা, মৌমাছি।
কুরঙ্গিকা —মুদ্গপর্ণী লতা, মাষাণী।
সুরঙ্গিকা —মুর্ব্বালতা, মুজ।
বিহঙ্গিকা —ভার যষ্টী, বাঁক।
চামচিকা —চর্ম্মচটী, রাত্রিচর পক্ষি বিশেষ।
মরীচিকা —মৃগতৃষ্ণা, সূর্য্য কিরণে জলভ্রম।
ইড়াচিকা —বরটা, বোলতা।
কলাচিকা —প্রকোষ্ঠ, হস্ত।
বিসূচিকা —রোগ বিং, ওলাউঠা রোগের লক্ষণ।

পতঞ্চিকা —ধনুর্জ্যা, ধনুকের ছিলা।
বিপঞ্চিকা —বীণা, বীণ, বাঁশী।
বিচর্চ্চিকা —কচ্ছু রোগ, পাঁচড়া প্রভৃতি।
মচর্চ্চিকা —প্রসস্ত, উত্তম, ভাল।
শকটিকা —কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত খেলাইবার গাড়ী।
কৃকাটিকা —গ্রীবা, ঘাড়, গলা।
কৃকাটিকা — [ঐ]
কর্কটীকা —ফল বিং, কাঁকুড়, কলম, সর্পী বিং।
বিঘটিকা — ২৪ সেকেণ্ড, পল।
সঙ্ঘাটিকা —দূতী, কুটনী, জোড়া, মিথুন, গন্ধ।
কচ্ছটিকা —কচ্ছ, কাছা।
কচ্ছোটিকা —কচ্ছাবেষ্টন, কাছাদিয়া জড়ান।
রাজটিকা — (দেং) রাজতিলক।
পজ্ঝটিকা —ছন্দো বিং।
সৃপাটিকা —চঞ্চু, পাখীর ঠোঁট।
সংবাটিকা —শৃঙ্গাটক, পানিফল।
চারটিকা —নলীনামক গন্ধ দ্রব্য বিং।
ললাটিকা —ললাটের ভূষণ বিং, টিকা, তিলক।
মহোটিকা —বৃহতী, ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু, বৃহৎ উৎপল, পদ্ম।
ভিরিণ্টিকা- শ্বেত গুঞ্জা, সাদা কুঁচ।
পক্কেষ্টিকা —দগ্ধ ইষ্টক, ঝাঁমা।
অদৃষ্টিকা —রাগব্যঞ্জক দৃষ্টি।

বক্রোষ্ঠিকা—মৃদু ২ হাসি, স্মের, মুচ্‌কি হাসি।
কুচণ্ডিকা—মূর্ব্বালতা।
কুশণ্ডিকা—সর্ব্ব হোমার্থে অগ্নি সংস্কার বিং।
মৎস্যণ্ডিকা—বাতাসা, পাটালী, মিশ্রী।
নবতিকা—তূলিকা, তূলী।
প্রসাতিকা—সূক্ষ্ম ধান্য, সরুধান্য।
প্রসূতিকা—জাতাপত্যা, যেস্ত্রীর সন্তান হইয়াছে।
বৃহতিকা—উত্তরীয় বস্ত্র, চাদর, কণ্টকারীগাছ।
রোহিতিকা—ক্রোধাদি হেতুক যে স্ত্রীর শরীর লাল বর্ণ।
হাপুত্রিকা—খঞ্জন পক্ষিণী।
গোমূত্রিকা—চিত্রকাব্যের বন্ধ বিং, তৃণ বিং।
জলাত্মিকা—জোঁক, জলৌকা, কূপ।
শিলাত্মিকা—স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র, মুচী।
জয়ন্তিকা—হরিদ্রা, হলুদ।
শকুন্তিকা—শলভ, পঙ্গপাল।
পর্য্যন্তিকা—গুণভ্রংশ।
নটান্তিকা—লজ্জা।
জীবন্তিকা—বৃক্ষোপরি জাত বৃক্ষ, গুড়চী, হরীতকী।
গলন্তিকা—গাড়ু, ঝারী, তুলসী বৃক্ষ, বৈশাখমাসেঝারা।
ললন্তিকা—গোধা, গিরগিটি, গোসাপ, হার বিং
হসন্তিকা—অঙ্গারধানী, আঙ্গটা, অগ্নিপাত্র।
সংবর্ত্তিকা—পদ্মের কেশর ও নবপত্র, দীপাদির দশা।

সভর্ত্তৃকা —পতিবত্নী, সধবা, এও।
পর্য্যস্তিকা —শয্যা, খট্টা, পালঙ্ক।
চতুর্থিকা —পল পরিমাণ, তিথি বিং।
ত্রিপদিকা —ত্রিপাদযুক্ত, শৃঙ্খল, শঙ্খাধার, অযথার্থ।
ত্রিপাদিকা —লতা বিং, হংসপদী লতা।
বিপাদীকা —পাদস্ফোট, কুষ্ঠরোগ বিং, হেঁয়ালী।
উৎপাদিকা —দেহিকানামক কীট, পূতিকা।
উপোদিকা —পূতিকা।
প্রভেদিকা —ভেদকারিণী, বেধনাস্ত্র।
প্রমাদিকা —দূষিতা কন্যা, ক্ষতযোনি নারী।
প্রমোদিকা —ক্ষুদ্র আরাম, উপবন।
গরাধিকা —লাক্ষা, লা।
কাকানিকা —পরমাণু, ত্রসরেণু।
বিকুণিকা —নাসিকা, নাক।
ঈক্ষণিকা —দৈবজ্ঞ, গণককার।
সঙ্গণিকা —অনুপম কথোপকথন, অপ্রতিরূপ কথা।
স্বর্গণিকা —স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা।
অঙ্গনিকা —আঙ্গিনা, জ্যেষ্ঠী বিং।
প্রজনিকা —জননী, মাতা।
স্বেদনিকা —লৌহময় পাকপাত্র।
বেধনিকা —বেঁধনের অস্ত্র, সুচ্যাদি, তুরপুণ।
ভুন্ধিনিকা —বৃক্ষ বিং, রাঙ্গা আপাং।

গুণনিকা —গুণন, অঙ্ক, শূন্য, নৃত্য।

কনীনিকা —চক্ষুর তারা, কনিষ্ঠাঙ্গুলি, কনিষ্ঠা ভগিনী।

ক্ষেপণিকা —নৌকাদণ্ড, ধ্বজি, জাল, ফাঁদ বিং।

কৃপাণিকা —কাতারি, ছুরিকা, ছুরী।

জবনিকা —তিরস্করিণী, পরদা, যবনস্ত্রী।

যবনিকা —তাম্বুর ব্যবধান, কানাৎ, বেষ্টনবস্ত্র।

জীবনিকা —হরীতকী।

যবানিকা —ঔষধি বিং, যোয়ান, যমানী।

যমনিকা —যবনিকা, কানাৎ, পর্দ্দা।

জমানিকা —যবানী, যোয়ান।

সমীনিকা —সমাংস মীনা, প্রতিবর্ষে প্রসবিনী গাভী।

এষণিকা —স্বর্ণকারাদির নিক্তি।

রোহিণিকা—ক্রোধাদি হেতু যে স্ত্রীর শরীর লালবর্ণ হয়।

অসিক্নিকা —দাসী, চাকরাণী।

সুপর্ণিকা —শালপর্ণী, বাকুচী, পলাশী, স্বর্ণজীবন্তী।

বিপ্রশ্নিকা —গণকের স্ত্রী, দৈবজ্ঞা।

লঙ্কাপিকা—পৃক্কা, পিড়িং শাক।

প্রক্ষেপিকা —যে শক্তি দ্বারা কোন পদার্থ নিক্ষিপ্ত হয়।

কচ্ছপিকা —রাগ বিং।

বিরূপিকা —কুরূপা, কুৎসিতা।

নিলিম্পিকা—গাভী।

কলম্বিকা —কলমী শাক।

প্রালম্বিকা —স্বুবর্ণ হার, সোণার হার, কণ্ঠমালা।
কলাম্বিকা —ধার দেওয়া, ঋণদান।
জলাম্বিকা —কূপ,মাতার ন্যায় যে জলকে ধারণ করে।
অষ্টমিকা —চারি তোলা পরিমাণ।
মধ্যমিকা —নবযৌবনা কামিনী।
অনামিকা —কণিষ্ঠার নিকটস্থ অঙ্গুলি।
অহমিকা —অহঙ্কার।
মকরিকা —মকরাকার পত্রাবলি।
লঙ্কারিকা —পৃক্কা, পিড়িংশাক।
বিট্কারিকা—পক্ষী বিং, গোরাটি পাখী।
অঙ্গারিকা —আঙ্গটা, ইক্ষুকাণ্ড,পলাশ পুষ্পের কুঁড়ি।
ভৃঙ্গারিকা —ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।
ঘর্ঘরিকা —ঘুঙুর,ভাজাশস্য,বাদ্যযন্ত্র বিং,নদী বিং।
সঞ্চারিকা —দূতী, কুটনী, মিথুন, যুগ্ম, ঘ্রাণ।
গড্ডরিকা —যে ভেড়ীর পশ্চাৎ২ ভেড়ার পাল যায়।
কস্তরিকা ⎫
কস্তুরিকা ⎭ মৃগনাভি, যথা—পিঙ্গলা, কপিলা, কৃষ্ণা।
কর্ত্তরিকা —কাঁচি, কাটারি।
খদিরিকা —লাক্ষা, লা।
অবরিকা —ধন্যাক, ধনিয়া।
তুবরিকা —সৌরাষ্ট্রজ মৃত্তিকা, আঢ়কী।
অব.রিকা —ধন্যাক, ধনে, ধনিয়া।

গভীরিকা —বড় ঢাক, বৃহৎ ঢক্কা।
কুমারিকা —কুমারী, ৫ বর্ষীয়া কন্যা, নবমল্লিকা।
করারিকা —ছোট বক, বলাকা।
খমুরিকা —ব্যায়াম ভূমি, শস্ত্রাভ্যাস ভূমি।
মসূরিকা —বসন্তরোগ, মশারী, কুটিনী, রক্তবটি।
বিট্সারিকা–গুয়ে শালিক।
নীহারিকা —যেসকল নক্ষত্র চক্ষুর গোচর নয়।
তিন্তিড়িকা--তেঁতুল গাছ।
দোহড়িকা —ছন্দো বিং, দোহা।
কুহেড়িকা —কুজ্ঝটি, কুয়াসা।
বিকালিকা—জল ঘড়ী, তাম্রী, তাঁবী।
উৎকলিকা—তরঙ্গ, উর্ম্মি, ঢেউ, ফুলের কুঁড়ি।
শৃগালিকা —হঠিয়া আসা, খেঁকশিয়ালী, স্ত্রীশৃগাল।
পিঙ্গলিকা —বলাকা, বকশ্রেণী।
লিঙ্গালিকা—মূষিক, নেংটে ইন্দুর।
অর্গলিকা —ক্ষুদ্র অর্গল, হুড়কা।
বস্তলিকা —তৈলপায়িকা, তেলাপোকা, আরশুলা।
পঞ্চালিকা } পুত্তলি।
পাঞ্চালিকা }
পঞ্চালিকা —পুত্তলি, গীত বিং, পাশার ছক।
কঞ্চুলিকা —কাঁচুলি, অঙ্গরক্ষক বিং।
ঘেঞ্চুলিকা —মূল বিং, ঘেঁচু।

বিজ্জুলিকা —লাক্ষা, জতু, লা, গালা।
পটোলিকা —ক্ষুদ্র পটল, ফল বিং, ঝিঙা।
পোটলিকা —গাঁঠরি, পুঁটুলি।
অট্টালিকা —ইষ্টকাদি নির্ম্মিত উত্তুঙ্গ বাটী, ইমারৎ।
পট্টোলিকা —ব্যবস্থাপত্র, পাট্টা।
গড্ডলিকা —মেষপালের অগ্রগামিনী মেষী।
চাণ্ডালিকা —পার্ব্বতী, লতা বিং।
পুত্তলিকা —পুতুল, মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি।
দন্তালিকা —অশ্বাদির মুখরজ্জু, লাগাম।
ত্রিদলিকা —চর্ম্মকষা।
প্রণালিকা —ধারা, রীতি, নর্দ্দমা, শিরা।
কপালিকা —ক্ষুদ্র কপাল, খাপরা।
গোপালিকা—গোপ ভার্য্যা, কীট বিং।
নেপালিকা—মনঃশিলা।
অম্বালিকা —মাতা, মায়া, দুর্গা, পাণ্ডু রাজার মাতা।
তমালিকা —তমলুক, দেশবিং।
লোমালিকা—শৃগালী, উল্কামুখী, জম্বুকী।
নিমীলিকা —নিমীলন, ব্যাজ, ছল।
বরালিকা —দুর্গা, ভগবতী।
মালালিকা —পৃক্কাশাক, পিড়িংশাক।
কৌশলিকা—কুশল প্রশ্ন, উপঢৌকন।
গৃহালিকা —টিক্‌টিকী।

কুহেলিকা —কুয়াসা, কুজ্ঝটী।
প্রহেলিকা —কূটপ্রশ্ন, হেঁয়ালী, কূটার্থ, দুরূহ বাক্য।
সহেলিকা —নারী, স্ত্রী, রমণী।
গৃহোলিকা —টিকটিকী।
মতল্লিকা —প্রশস্ত, উত্তম।
মল্লিকা —(ত্র্যক্ষর) কুসুম-মৎস্য-মৃত্তিকা পাত্র বিং।
দুর্ম্মল্লিকা —বিলাসিকা,হাস্যোৎপাদক নাটক।
প্রবহ্লিকা —প্রহেলিকা, হেঁয়ালী।
শাখাশিকা —বটাদি বৃক্ষের শাখাবলম্বি জটা।
গবাশিকা —লাক্ষা, লা।
প্রবেশিকা —যাহা দ্বারা প্রবেশ লাভ করা যায়,টিকিট
বিভীষিকা —ভয় প্রদর্শন, ভয় দেখান।
অরুষিকা —মাথার খুলির অতি কষ্টদায়ক স্ফীতি।
ত্রিবর্ষিকা —ত্রিবর্ষা গৌ, ৩ বৎসর বয়স্কা গবী।
পাটহিকা —গুঞ্জা, কুঁচ।
উদ্দেহিকা —কীট বিং, উইপোকা।
আবাহিকা —শিরা।
বিবাহিকা —হিন্দোল, দোলা, ডুলি, শিবিকা।
প্রবাহিকা —গ্রহণী, উদরভঙ্গ রোগ, প্রবাহবিশিষ্ট।

ইকা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

চণ্ডনায়িকা —দুর্গা, অষ্টনায়িকান্তর্গত নায়িকা বিং।
ভূতনায়িকা —দুর্গা।

গণনায়িকা —দুর্গা।

কুলনায়িকা —তন্ত্রমতে মকার যজনে পূজ্যা স্ত্রী।

তৈলপায়িকা —তেলাপোকা, আরশুলা।

কোষশায়িকা —ছুরীকা।

কাকোলূকিকা—কাক ও পেচকের ন্যায় শত্রুতা।

অম্লচুক্রিকা —অম্লশাক, চুকা পালম।

মধুমক্ষিকা —মৌমাছি।

বনমক্ষিকা —দংশ, ডাঁশ।

জলমক্ষিকা —জলের কীট বিং।

সুরদীর্ঘিকা —সুরনদী, স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী।

উপযাচিকা —পরপুরুষের নিকট অনুরাগ প্রকাশিকা।

গৃহমাচিকা —চামচিকা।

হিলমোচিকা —হিঞ্চা শাক।

অনুশুচিকা —বৈদিক ক্রিয়া বিং।

উপকুঞ্চিকা —কৃষ্ণ জীরক, ছোট এলাচী।

কেলিকুঞ্চিকা—স্ত্রীর ভগিনী, শালী।

বকচিঞ্চিকা —মৎস্য বিং, গাংদাড়া মাছ।

তক্রকূর্চ্চিকা —দুগ্ধবিকার, ছানা।

কফকূর্চ্চিকা —সিক্‌নি, পোঁটা, থুথু, গয়ের।

ঘর্ম্মচর্চ্চিকা —ঘর্ম্মজন্য ক্ষুদ্র ব্রণ, ঘামাচী।

দীর্ঘবর্চ্চিকা —কুম্ভীর, কুমীর।

পদভঞ্জিকা —টীকা, টিপ্পনী।

শালভঞ্জিকা } --পুতুল, বেশ্যা, বারাঙ্গনা।
সালভঞ্জিকা

বৃক্ষবাটিকা —বাগান, উপবন, বাড়ী, নিকুঞ্জ।

ইক্ষুবাটিকা —পুড়ি আক।

সাচিবাটিকা —শ্বেত পুনর্ণবা শাক।

জীর্ণবাটিকা —ভগ্নগৃহ, প্রাচীন আলয়।

পুষ্পবাটিকা —ফুলের বাগান।

শশিবাটিকা —পুনর্ণবা শাক।

গৃহবাটিকা —বাড়ীর বাগান, গৃহোদ্যান।

গোকিরাটিকা—যে শূকরের মতন চরিয়া বেড়ায়।

বস্করাটিকা —বৃশ্চিক, বিছা।

যোগপট্টিকা—যোগিদের বস্ত্র বিং।

রাজপট্টিকা —চাতক পক্ষিণী।

নলপট্টিকা —নল নির্ম্মিত মাদুর, দরমা।

ক্ষুদ্রঘণ্টিকা —কিঙ্কিনী, ঘুঙুর।

একযষ্টিকা —একাবলী, এক নরি হার বিং।

মধুযষ্টিকা —যষ্টিমধু।

পাদপীঠিকা —নাপিতাদির নীচ ব্যবসায়, শ্বেত প্রস্তর।

বিসকণ্ঠিকা —ক্ষুদ্র জাতিয় বক, বলাকা।

অবগুণ্ঠিকা —অবগুণ্ঠন।

পানগোষ্ঠিকা—মদ্যপান সভা, ভৈরবীচক্র, আপানভুমি।

সূত্রগণ্ডিকা —সূতার নলী।

পুষ্পগণ্ডিকা —নিষ্ফল উপায়।

গলশুণ্ডিকা —আলজিভ।

গোয়পূতিকা—পূতি করঞ্জলতা।

কর্ণলতিকা —কর্ণাবয়ব, কর্ণের পাতা।

নবসূতিকা —ধেনু, সদ্য প্রসূতা স্ত্রী, নবপ্রসবা গো।

ক্ষারমৃত্তিকা —লোণা মাটি, লবণ-মৃত্তিকা বিং।

শক্রমাতৃকা —শক্রধ্বজের অঙ্গ স্বরূপ যষ্টি বিং।

বীজমাতৃকা —পদ্মবীজ।

অগ্রমাতৃকা —দেহস্থ প্রথম ধাতু।

বর্ণমাতৃকা —সরস্বতী, বাগ্দেবী।

দৃঢ়গাত্রিকা —মৎস্যণ্ডী।

রসনেত্রিকা —মনঃশীলা।

যুগপত্রিকা }
যুগ্মপত্রিকা } -শিংশপা বৃক্ষ।

দীর্ঘপত্রিকা —ঘৃতকুমারী, শালপর্ণী, শ্বেতবচা।

নটপত্রিকা —বার্ত্তাকু, বেগুণ।

দন্তপত্রিকা —কর্ণভূষণ বিং, কুণ্ডল।

তৃণপত্রিকা —ইক্ষুদর্ভা।

নবপত্রিকা —কদল্যাদির নয় পত্র যুক্তা।

ক্ষুরপত্রিকা —পালঙ্শাক।

সরপত্রিকা —নূতন পদ্মপত্র।

রাজপুত্রিকা —রাজকন্যা, শরারীপাখী, অলাবু বিং।

বস্ত্রপুত্রিকা —বস্ত্রনির্ম্মিত পুতুল।
দেবপুত্রিকা —দেবকন্যা, পৃক্কা।
উরঃসূত্রিকা —মুক্তারচিত হার।
দৃঢ়সূত্রিকা —মূর্ব্বা।
বালুকাত্মিকা —শর্করা, চিনি, বালুকাময়।
পৃথগাত্মিকা —ব্যক্তি, নীচলোক।
যন্ত্রদাত্মিকা —নাগদন্তী বৃক্ষ, আরশুলা।
তোয়শুক্তিকা —জলশুক্তি, ঝিনুক, মুক্তাপ্রসূ।
নাগদন্তিকা —বৃশ্চিকালী, বিছুটী গাছ।
গুচ্ছদন্তিকা —কদলী বৃক্ষ, মোচা, রম্ভা।
শতদন্তিকা —নাগদন্তী বৃক্ষ।
রক্তদন্তিকা —চণ্ডিকা।
পরিকর্ত্তিকা—যাতনা বিং।
জলমূর্ত্তিকা —করকা, শীল, নীহার।
পণ্যবীথিকা—বিপণি, শ্রেণী বদ্ধ দোকান, হট্ট, হাট।
স্মরবীথিকা—বারাঙ্গনা, বেশ্যা, গণিকা।
অবশক্থিকা--পর্য্যঙ্কবন্ধ।
অবসক্থিকা—বস্ত্রবিং, রাপার প্রভৃতি, খট্টা।
অষ্টপাদিকা—হাপর মালী লতা।
শতপাদিকা—কর্ণ জলৌকা, ওষধি বিং।
গোধাপদিকা-লতা বিং।
গোপভদ্রিকা-গাম্ভারী বৃক্ষ।

বনচন্দ্রিকা —মল্লিকা পুষ্প।
মীনগোধিকা—জলাশয়, সরোবর।
পূতিগন্ধিকা—ঔষধ বিং, বাকুচী, হাকুচ গাছ।
ভদ্রগন্ধিকা —মুস্তক, মুথা।
গণকর্ণিকা —ইন্দ্রবারুণী।
কুণ্ঠকুণিকা —বীণা, যে কণ্ঠের ন্যায় শব্দ করে।
জালগণিকা —ঘোল মওয়া পাত্র।
জালগোণিকা—দধিমন্থন ভাণ্ড বিং।
রাজধানিকা —রাজার প্রধান নগরী।
ছর্দ্দাপনিকা —কর্কটী, কাঁকৃড়া।
মানধানিকা —কাঁকুড়, কর্কটী।
নরমানিকা —শ্মশ্রুযুক্তা নারী।
বিদ্ধকর্ণিকা —আকনাদি বৃক্ষ।
মণিকর্ণিকা —কাশীস্থ তীর্থ বিং।
কর্ণাকর্ণিকা —কাণাকাণি করা, গোপনে কথা কহা।
গিরিকর্ণিকা—পৃথিবী, অপরাজিতা লতা।
বারিকর্ণিকা —কুম্ভী, পাণা, বারিপর্ণী।
কালকর্ণিকা —লক্ষ্মী বিরোধিনী দেবী, অলক্ষ্মী।
লেখ্যচূর্ণিকা —তুলিকা, তুলি, লেখনী।
একপর্ণিকা —দুর্গা।
পটুপর্ণিকা —ভৈষজ্য লতা বিং, ক্ষীরিণী বৃক্ষ।
মধুপর্ণিকা —নীলীবৃক্ষ, নীলের গাছ, গাম্ভারী, গুড়ূচী

সুরপর্ণিকা —পুন্নাগ বৃক্ষ।
তিলপর্ণিকা —রক্ত চন্দন।
সর্ব্বপর্ণিকা —গাম্ভারী গাছ।
মৃগতৃষ্ণিকা —মরীচিকা, সূর্য্যকিরণে জল ভ্রম।
দুগ্ধকূপিকা —ঘৃত, দুগ্ধ ও তণ্ডুল চূর্ণ পিষ্টক বিং।
বর্ণকূপিকা —মস্যাধার, দোয়াত।
বহ্নিদীপিকা—অজমোদা, যমানী।
শক্রপুষ্পিকা—অগ্নিশিখা বৃক্ষ।
পূগপুষ্পিকা —বিবাহ সম্বন্ধীয় পুষ্প ও তাম্বুল।
শতপুষ্পিকা —শতপুষ্পা, শলুফা শাক।
ধাতৃপুষ্পিকা—ধাত্রীপুষ্প, ধাইফুল।
পূতিপুষ্পিকা—লেবু বিং, মাতুলঙ্গ, টাবালেবু।
ধাতুপুষ্পিকা—ধাইফুল।
দধিপুষ্পিকা—অপরাজিতা ফুল।
সিধ্মপুষ্পিকা—কুষ্ঠরোগ বিং।
শণপুষ্পিকা —ঘণ্টারবা বৃক্ষ, ঝন্‌ঝনিয়া, বনশণ।
উৎপুষ্পিকা —জৃম্ভা, মুখব্যাদন, হাই।
নীলপুষ্পিকা —অতসী।
শ্রুতিজীবিকা—ধর্ম্মশাস্ত্র, যাহা বেদে বিদ্যমান আছে।
উপজীবিকা —জীবনোপায়, বৃত্তি।
শূকশিম্বিকা —কপিকচ্ছু, আলকুশী লতা।
শশশিম্বিকা —জীবন্তী বৃক্ষ।

শতপর্ব্বিকা —দুর্গা, যব।
অহম্পূর্ব্বিকা —অগ্রে যাইব বলিয়া যোদ্ধার আগ্রহ।
নাগজিহ্বিকা —মনঃশিলা, শারিবা, অনন্তমূল।
প্রতিজিহ্বিকা—আলজিভ, তালুমূলস্থ ক্ষুদ্র জিহ্বা।
অধোজিহ্বিকা— [ঐ]
কণ্টকারিকা —স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।
গন্ধকারিকা —স্বৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্প নিপুণা।
গণিকারিকা —গণিয়ারী গাছ।
উপকারিকা —উপকার কর্ত্রী, সরাই, পটভবন।
নবকারিকা —নব বিবাহিতা, অচিরপ্রাপ্ত রজস্কা।
মূলকারিকা —মূলগ্রন্থার্থ প্রকাশক পদ্য, উনান, চুল্লী।
তৈলচোরিকা } তেলাপোকা, আরশুলা।
তৈলচৌরিকা }
অন্তঃপুরিকা —অন্তঃপুরচারী স্ত্রীলোক।
নববরিকা —নব বিবাহিতা স্ত্রী, নবোঢ়া।
অভিসারিকা—কান্তের জন্য যে নারী সঙ্কেত স্থানে যায়
কুটহারিকা —দাসী।
গন্ধহারিকা —শিল্প নিপুণা, গন্ধনাশিনী।
কৃষ্ণচূড়িকা —গুঞ্জা, কুঁচ।
নতনাড়িকা —নিশীথ কালের পূর্ব্বে জন্মকাল।
পত্রনাড়িকা —পাতার শির।
কুচকলিকা —কুচ, কোরক, নবীন স্তন।

ইন্দুকলিকা —কেতকী ফুল, কেয়াফুল।
গন্ধকালিকা —যিনি কটু গন্ধ বিশিষ্টা, ব্যাসজননী।
গন্ধকেলিকা —মৃগমদ, কস্তূরিকা।
হারগুলিকা —মুক্তাহারের গুলি।
চন্দ্রগোলিকা—যাহা হইতে চন্দ্র উদ্ভূত হয়, জ্যোৎস্না।
গন্ধচেলিকা —মৃগনাভি, কস্তূরী।
মৃগজালিকা —বাগুরা, ফাঁদ, মৃগবন্ধনার্থ যন্ত্র।
হরিতালিকা—দূর্ব্বাঘাস, ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী, ছায়াপথ।
কলতূলিকা —ইচ্ছাবতী; কামুকা।
তরুতূলিকা —বাদুড়।
দেবদালিকা —মহাকাল।
রসদালিকা —ইক্ষু বিং, পুঁড়ি আক।
তুলনালিকা —তুলার পাঁইজ।
বংশনালিকা —বংশী, বাঁশী।
অঙ্কপালিকা —আলিঙ্গন, ধাত্রী, বেদি, কোটী।
মৃগপালিকা —মৃগ বিং, কস্তূরী, মৃগ।
করপালিকা —ছোট গদাকার হস্তদণ্ড, ছোরা।
বারিপালিকা—কুম্ভী, পানা।
কুলপালিকা —কুলবধূ, পতিব্রতা।
নবফলিকা —যে স্ত্রীর ১ম বার ঋতু হইয়াছে, নবোঢ়া
জলবালিকা —বিদ্যুৎ, চপলা।
নবমালিকা —পুষ্প বিং।

চিলমীলিকা —কণ্ঠাভরণ, হার, খদ্যোৎ, বিদ্যুৎ।
শতমূলিকা —দ্রবন্তী, শতমূলী, নদী, মূষিকপর্ণী।
দন্তমূলিকা —বৃক্ষ বিং, দন্তী বৃক্ষ।
ভস্তরালিকা —ভঙ্কারী, দংশ, ডাঁশ।
অম্ললোলিকা—অম্ললোণী, আমরুল শাক।
চিত্রশালিকা —চিত্র বহুল গৃহ।
আয়ঃশূলিকা—পরিশ্রমী, ক্ষিপ্রকারী।
বায়সোলিকা—কাক ও পেচক বৎ বিবাদ, কাকোলী।
অবহালিকা —প্রাচীর, স্বধর্ম্মত্যাগী।
শ্বেতচিল্লিকা —বাস্তূক শাক, বেতো শাক।
গোমতল্লিকা —শ্রেষ্ঠ গরু, সুশীলা গো।
ঘনবল্লিকা —বিদ্যুৎ, চপলা।
শুদ্ধবল্লিকা —গুড়ূচী লতা, গুলঞ্চ।
ইরিবেল্লিকা —মস্তকে সঞ্জাত ব্রণ।
চন্দ্রমল্লিকা —ফুল বিং, লতা বিং।
নবমল্লিকা — [ঐ]
শিবমল্লিকা —বকবৃক্ষ, বকুল গাছ, আকন্দগাছ।
দীর্ঘকোশিকা }
দীর্ঘকোষিকা } শুক্তি, ঝিনুক।
মুখদূষিকা —মুখজাত ক্ষুদ্র ব্রণ বিং, বয়সফোড়া।
ব্যোমনাসিকা—ভারত পক্ষী, ভারুইপক্ষী।
ছিন্নবেশিকা —পাঠা, আকনাদি লতা, নিমুই লতা।

শুণ্ডিমূষিকা —ছুছুন্দরী, ছুঁচা।
প্রতিমূষিকা —ইন্দুর বিং, নেংটে ইন্দুর।
অন্ধমূষিকা —এক প্রকার ঘাস।
বালমূষিকা —ক্ষুদ্র মূষিক, নেংটে ইন্দুর।
অপালাষিকা }
অপলাষিকা } পিপাসা, তৃষ্ণা।
মুরলাসিকা —বংশীর বাদ্য, বাঁশীর স্বর।
স্বরলাসিকা —বংশী, বাঁশী, মুরলী।
একবর্ষিকা —এক বৎসরের গাভী, একগুঁয়া।
স্থূলশীর্ষিকা —ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কাল পিঁপীড়া।
উপদেহিকা —কীট বিং।
অববাহিকা —পাড়ের যত দূরের জল নদীতে পড়ে।
কারমিহিকা —কর্পূর।
রুহিরুহিকা —উৎকণ্ঠা, উৎসুক্য।

ইকা—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

শৈষ্যোপাধ্যায়িকা —শিষ্যদের অধ্যাপনা।
অরণ্যমক্ষীকা —দংশ, ডাঁশ।
কুম্ভীরমক্ষিকা —কুমীরাকৃতি, কুমীর পোকা।
ত্রিদশদীর্ঘিকা —স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী।
ভোগপিশাচিকা —বুভুক্ষা, ক্ষুধা।
পত্রপিশাচিকা —ছাতা, টোকা।
গন্ধপিশাচিকা —ধূপ।

ধনপিশাচিকা —ধন তৃষ্ণা, ধন লোভ।
ঘর্ম্মবিচর্চ্চিকা —কচ্ছু রোগ, ঘামাচী।
ক্রোষ্টকপুচ্ছিকা —পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া, দোলোগিকা।
বৃক্ষমর্কটিকা —কাঠ বিড়াল।
মধূকর্ক টিকা —কমলা লেবু, দাড়িম্ব বিং।
তাম্বুলপেটিকা —পানের বাটা, ডিপে।
ব্রাহ্মণযষ্টিকা —বামনহাটী গাছ।
মুখবিলুণ্ঠিকা —অজা, ছাগী।
মঙ্গলচণ্ডিকা —দুর্গা, ভগবতী।
মৎস্যকরণ্ডিকা —মৎস্যধানী, মাছরাখা খলুই।
স্বাধীনপতিকা —নায়িকা বিং, নায়ক যাহার বশ।
নশ্যৎপ্রসূতিকা —মৃত বৎসা।
ধবলমৃত্তিকা —খড়িমাটী।
সজ্ঞাতপত্রিকা —শতপুষ্পী।
মালতীপত্রিকা —জাতীপত্রী, জৈত্রী।
খদিরপত্রিকা —লজ্জালু লতা, খয়ের।
নিস্ত্রিংশপত্রিকা —স্নুহী বৃক্ষ, সিজ।
ইর্ব্বারুশুক্তিকা —ফুটী।
বীরজয়ন্তিকা —যুদ্ধস্থলে বীরদিগের নৃত্য।
মধূথবর্ত্তিকা —মোমবাতি।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা —যে নায়িকার স্বামী বিদেশস্থ।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা —নায়ক যাহার বশ, নায়িকা বিং।

শূকরপাদিকা —কোলশিম্বী, আলকুশী লতা।
চর্ম্মপ্রভেদিকা —চামারের অস্ত্র বিং, ফোঁড়।
সর্ব্বার্থসাধিকা —দুর্গা, ভগবতী।
গুণলয়নিকা —বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, তাঁবু, শিবির।
পুষ্করকর্ণিকা —পুষ্প বিং, স্থলপদ্মিনী।
পর্য্যবেক্ষণিকা —গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ গৃহ।
অঙ্গারধানিকা —অঙ্গার শকটী, আঙ্গটা, ধুনুচী।
মহাশ্রাবণিকা —লতা বিং, বড় থুলকুড়ী।
অনুক্রমণিকা —মুখ বন্ধ, ভূমিকা।
অবতরণিকা —ভূমিকা, গ্রন্থ প্রস্তাবনা।
অবতারণিকা —নৌকা, আভাস, ভূমিকা, সিঁড়ি।
তিক্তরোহিণীকা —কটুকা।
আবিদ্ধকর্ণিকা —বৃক্ষ বিং, আকনিধি।
মার্জ্জারকর্ণিকা —বিড়ালকর্ণের ন্যায় যাহার কর্ণ।
পানীয়বর্ণিকা —বালুকা, বালি।
সংহিতপুষ্পিকা —নিশ্রেয়া, মৌরী।
চর্ম্মপ্রসেবিকা —ভস্ত্রা, যাঁতা।
অহমহমিকা —পরস্পর অহঙ্কার।
অঞ্জলিকারিকা —লজ্জাবতী লতা।
বর্ষালঙ্কারিকা —পিড়িং শাক, বর্ষ কি বর্ষা সম্বন্ধীয়।
গ্রামমদ্গুরিকা —মৎস্য বিং, সিঙি মাছ।
নাগকুমারিকা —গুড়ূচী, [illegible], মঞ্জিষ্ঠা।

চন্দনশারিকা —চন্দনা পক্ষী, চন্দনা পাখী।
মদনশারিকা —শারিকা পক্ষী।
গ্রহনীহারিকা —নীহারিকা গ্রহের লক্ষণ যুক্ত।
পুষ্করনাড়িকা —স্থলপদ্মিনী।
সুদীর্ঘকলিকা —বার্ত্তাকু বিং, সিঙ্গাবেগুণ।
অশ্বশৃগালিকা —অশ্বশৃগালের স্বাভাবিক শত্রুতা।
দেবলাঙ্গুলিকা —বৃশ্চিকালী, বিছুটী।
দীর্ঘপটোলিকা —ধুঁধুল।
অক্ষরতুলিকা —লেখনী, কলম।
বিবরনালিকা —বংশী, বাঁশী, বেণু, মুরলী।
তৈলপিপীলিকা —পিপীলিকা ভেদ, রাঙ্গা পিঁপড়ে।
বন্দনমালিকা —হরিদ্বারোপরিস্থ মাঙ্গল্য মালা।
জম্বুলমালিকা —বর বা বধূপক্ষের স্ত্রীগণের রহস্য।
ইভনিমীলিকা —রসিকতা, সামাজিকতা।
পানীয়শালিকা —যে গৃহে জল থাকে, জলছত্র।
নিরবহালিকা —প্রাচীর, প্রাকার, বেষ্টন।
অনুষ্ণবল্লিকা —নীল দূর্ব্বা।
কার্পাসনাসিকা —তর্ক্কু, টেকো।
সুগন্ধিমূষিকা —ছুছুন্দরী, ছুঁচা।
আহোপুরুষিকা —আত্মশ্লাঘা, অহমিকা, আত্মপ্রশংসা।
অশ্বমহিষিকা —অশ্ব ও মহিষের স্বাভাবিক শত্রুতা।

ইকা—অন্ত। (৭) সপ্তাক্ষর।

অরঘট্টঘাটিকা —কূপের পাড় ও ভিত্তি, গর্ত্ত।

ব্যবহারমাতৃকা —মোকদ্দমা সংক্রান্ত যাবদীয় কার্য্য।

উকা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উকা —অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ, জ্বলন্ত তৃণ, অগ্নিকণা।

চুকা —(দেং) অম্ল, টক।

শুকা —কাণকুয়া, কাণসারা, ক্ষীণ, শুষ্ক।

সূক্কা —শারিকা পক্ষিণী।

হুঁকা — (যাং) তামাকের ধূমপানার্থ যন্ত্র।

উৎকা—উৎকণ্ঠিতা নায়িকা।

ঝুমকা— (দেং) স্ত্রীলোকের কর্ণাভরণ বিং।

উল্কা —স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিশিখা, উখা।

চুল্কা —(দেং) উত্তেজনা করণ।

ফুল্‌কা—(দেং)হৃদয়, মৎস্যের শ্বাসেন্দ্রিয়, পাতলা ত্বক্।

শুল্কা—(দেং) তামাক সাজাইয়া দেওয়া।

হুড়্‌কা—পতি ত্যাগিনী স্ত্রী, প্রবল বাত্যা, অর্গল।

উকা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

থাউকা — (দেং) সর্ব্বসমেত, সর্ব্বশুদ্ধ, একুন।

চঞ্চুকা —পক্ষীর ঠোঁট।

অজ্জুকা —নটী, বেশ্যা, গণিকা।

রেণুকা —পরশুরামের মাতা।

জন্তুকা —লাক্ষা, লা।

পাদুকা —জুতা, উপানৎ।
চাবুকা —ক্ষুদ্র গোলবালিশ, তাকিয়া।
কাম্বুকা —অশ্বগন্ধা।
কামুকা —ভোগাভিলাসিনী,ইচ্ছাবতি,রমণাভিলাসিনী
ক্রমুকা —পূগ, সুপারি গাছ, সুপারি।
জলুকা —জোঁক, জলৌকা।
জলূকা — [ঐ]
বালুকা —সিকতা, বালি, কর্পূর, শাখা, হস্তপদাদি।
প্রসূকা —বাজিনী, ঘোটকী।
পর্শুকা —পার্শ্বাস্থি, পাঁজর।

উকা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

জলায়ুকা —জোঁক, জলৌকা।
পরেষ্টুকা —যে গাভীর অনেক বৎস্য হইয়াছে।
গবেধুকা —তৃণধান্য, গড়গড়া, বরবটী।
করেণুকা —হস্তিনী।
ডাকাবুকা — (দেং) নির্ভয়, দস্যুরন্যায় সাহসী।
ডনবুকা — (দেং) অসাহসী, ভীত।
তৈলাম্বুকা —তেলাপোকা, আরশুলা, তৈলপায়িকা।
ন্যকারুকা —বিষ্ঠার ক্রমি।
বকেরুকা —বকশ্রেণী, বায়ুদ্বারা নতশাখা।
গণ্ডেরুকা —কুটনী দূতী।
কশেরুকা —মেরুদণ্ড।

কশেরুকা —মেরুদণ্ড।

পটালুকা —জলৌকা, জোঁক।

জলালুকা — [ঐ]

উকা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

জলজন্তুকা —জলৌকা, জোঁক,।

চর্ম্মপাদুকা —চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা, উপানৎ, জুতা।

অসিধেনুকা —ছুরিকা, ছুরি।

কনকালুকা —সুবর্ণ কলসী, সোণার ঘট।

পীতবালুকা —হরিদ্রা।

হিমবালুকা —কর্পূর।

একা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

একা —একলা, অদ্বিতীয়, দুর্গা।

কেকা—ময়ূরধ্বনি, ময়ূরের ডাক।

ঠেকা—(দেং) আট্‌কা।

ঢেঁকা--(দেং) ধাক্কা।

ফেঁকা—(দেং) নিক্ষেপ করা, গাছের পাতা গজান।

নেকা —(দেং) হাবা, বোকা।

বেঁকা —(দেং) বক্র, অসরল, বাঁকা।

ভেকা—(দেং) হতবুদ্ধি, বোকা।

রেকা—সংশয়, সন্দেহ।

এক্কা —ঘোড়ার গাড়ি বিং।

হেক্কা—হিক্কা, হেঁচ্‌কী।

ওকা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

খোকা —(দেং) দুগ্ধপোষ্য, শিশু।
যোঁকা —(দেং) পরিমাণ, তুলনা করণ, মাপ।
টোকা —(দেং) সেলাই বিং, শোধন, স্মরণার্থ লিপি।
ঠোকা —(দেং) আঘাত, প্রহার।
ধোঁকা —(দেং) সন্দেহ, ভ্রম।
পোকা —(দেং) কীট, ক্রিমি।
বোকা —(দেং) অজ্ঞ, নির্ব্বোধ, ছাগ।
রোকা—(দেং) সংক্ষেপ চিঠী।
কোঁৎকা—(দেং) স্থূলযষ্টি, লগুড়।
ফোস্কা —(দেং) অগ্নিদাহ জন্য ক্ষত, স্ফীত চর্ম্ম।

ওকা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বতোকা —যে গাভীর দৈব কর্তৃক গর্ভস্রাব হইয়াছে।
দিবোকাঃ—দেবতা, চাতকপাখী।
মহোৎকা —বিদ্যুৎ, চপলা।
মুখোল্কা —দাবানল।
মহোল্কা —আকাশাগ্নি, বিদ্যুৎ, লতা বিং।

ওকা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অবতোকা —দৈবাৎ গর্ভস্রাব যুক্তা গবী।
জীবত্তোকা —যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে।
কাঁচপোকা —পতঙ্গ বিং, কুমারী পোকা।
গুটিপোকা —(দেং) কীট বিং, তুঁৎপোকা।

উদ্ধিপোকা —(দেং) উইপোকা।
ছারপোকা —(দেং) গন্ধকীট, মৎকুণ, ওড়স।
জলালোকা —জোঁক।

ঔকা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

চৌকা —চারিকোণা, পাকস্থান, উনান।
নৌকা —তরণী, জলযান।

ঔকা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

জলৌকা —জোঁক।
জলৌকাঃ — [ঐ]
নগৌকাঃ —পক্ষী, সিংহ, কাক, পর্ব্বতবাসী।
স্বর্গৌকাঃ—সুর, দেবতা।
বনৌকাঃ —বানর, কপি, বনবাসী।
দিবৌকাঃ—দেবতা, চাতক পক্ষী।

ঔকা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

ত্রিদিবৌকাঃ—দেবতা, অমর।
মানসৌকাঃ —হংস, হাঁস।

ঔকা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

কর্ণজলৌকাঃ—কাণকোটারী।

কি—অন্ত। (১) একাক্ষর।

কি —জিজ্ঞাসা বোধক ও বিস্ময় সূচক শব্দ।
কি —(ইং) চাবি, কুলুপ।

কৃ —(ধা) করণ।

কৄ —(ধা) বিক্ষেপ, বিস্তার, কিরণ, কিরীট, প্রকীর্ণ।

ক্রী —(ধা) দ্রব্য বিনিময়, ক্রয়, বিক্রয়, ক্রেতা, বিক্রেতা।

কিং —(ইং) রাজা, ভূপতি।

অকি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

চক্রি —কর্ত্তা, নির্ম্মাতা।

চক্রী —চক্র কারী, বিষ্ণু, কুম্ভকার, সর্প, বাজীকর, খল।

বক্রি —মিথ্যাবাদী, অনৃতভাষী, (যাং) বাঁকি।

বক্রী —প্রতিকূল, বাঁকা, বক্রতা বিশিষ্ট।

অঙ্কী —মৃদঙ্গ বিং।

বঙ্ক্রি —পাঁজরা, গৃহদারু, মুড়নি, বাদ্যযন্ত্র বিং।

মট্‌কি — (দেং) মৃণ্ময় পাত্র বিং।

তন্‌কী — (যাং) অনুসন্ধান।

মন্‌কী — (ইং) বানর।

শড়্‌কি — (দেং) পর্দ্দা বিং, বল্লম বিং।

কল্কি —বিষ্ণুর দশম অবতার, কল্‌কা, ছিলিম।

কল্কী — (ঐ)

শল্কী —মৎস্য, ত্বকশালী।

অকি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

লাক্ষকী —মৈথিলী, সীতা, জানকী।

কুচকি
কুঁচকি } উরুসন্ধিস্থান।

ছেঁচকী —(দেং) রন্ধন করা তরকারী বিং।
পেচকী —হস্তী, গজ।
কটকী —পর্ব্বত, ভূধর, কটকবাসী।
ঘোটকী —ঘুড়ী, স্ত্রী ঘোড়া।
যোটকী —(দেং) ঘটকী, যোযনা কারিণী।
ত্রোটকী —রাগিণী বিং।
নাটকী —(দেং) নর্ত্তকী, নটী।
মোটকী —রাগিণী বিং।
কণ্টকী —মৎস্য বিং, খেজুর, কণ্টকযুক্ত, বার্ত্তাকু।
ঠকৃঠকি —পরস্পর প্রবঞ্চনা।
ঠকৃঠকী —অব্যক্ত শব্দ, বিপদ, কঠিন।
গণ্ডকী —স্বনাম প্রসিদ্ধ নদী।
কেতকী —কেয়াফুলের গাছ, তৎপুষ্প।
ধাতকী —পুষ্প বৃক্ষ বিং, ধাই ফুলের গাছ।
পাতকী —দুষ্কর্ম্মকারক, পাপী।
পোতকী —পুঁইশাক, শ্যামা পক্ষী।
বাতকী —বাতরোগ যুক্ত, বেতোরোগী।
সাত্যকী—কৃষ্ণের সারথি।
নর্ত্তকী —নটী, হস্তিনী, ময়ূরী।
বার্ত্তকী —(দেং) বেগুণ, বার্ত্তাকু।
লস্তকী —ধনুক, শরাসন।
নন্দকি —পিপুল, পিপ্পলী।

নন্দকী —বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ।
পদ্মকী —ভূর্জ্জবৃক্ষ।
বর্দ্ধকি —সূত্রধর, প্রধান নট, বর্ণশঙ্কর জাতি বি
বর্দ্ধকী — [ঐ]
জানকী —জনক নন্দিনী, সীতা, রাম ভার্য্যা।
সানকী —(দেং) থালী বিং।
দেবকী —বসুদেব পত্নী, কৃষ্ণের মাতা।
দৈবকী — [ঐ]
পাবকি —পাবক পুত্র, কার্ত্তিকেয়।
স্তম্ভকী —চর্ম্মাবৃত বাদ্য যন্ত্র বিং।
টেমকী —(দেং) ক্ষুদ্র বাদ্য যন্ত্র।
চক্‌মকী —(দেং) অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর ও লৌহ।
নরকী —নরক ভোগী, পাপী, পামর।
নারকী —নরকস্থ, নরক ভোগী।
বারকী —সমুদ্র, উত্তম ঘোটক, তাম্বুল বিক্রয়ী, বৈরী
তুড়কী —কম্প, উল্লম্ফন, দক্ষ, সক্ষম, অনাচার
মুড়কী —(দেং) গুড় কি চিনি মিশ্রিত খই।
সুড়কী —ইটের গুঁড়া, (দেং) এক নিশ্বাস।
তালকী —তালরস, তাড়ী।
তিলকী —তিলক যুক্ত, তিলকধারী।
পালকী —(দেং) কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাহন বিং।
পুলকী —পুলক যুক্ত, রোমাঞ্চিত, কদম্ব বৃক্ষ বি।

ফলকী —ঢালী, ফলুই মাছ।

চুল্লকী —শিশুমার,শুশুক,পাত্র বিং,নদ্যাদির পরপার।

ফল্লকী —মৎস্য বিং, ফলুই মাছ।

বল্লকী —বাদ্য যন্ত্র বিং, বীণা, শল্লকী বৃক্ষ।

শল্লকী } সজারু, বাবলা গাছ।
সল্লকী

মশকী —উড়ুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞ ডম্বুরের গাছ।

কুহকী —ঐন্দ্রজালিক, বাজীকর।

খড়ক্কী —গুপ্তদ্বার, খিড়কীদ্বার।

কুচক্রী —চক্রান্তকারী, যড়যন্ত্রকারী।

অথ কিং--স্বীকার, হাঁ।

কলঙ্কী —কলঙ্ক যুক্তা, অপযশ যুক্তা।

সম্পর্কী—সম্বন্ধবিশিষ্ট, সংক্রান্ত, মিশ্রিত।

অকি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

শ্রীবৃক্ষকী —বক্ষে, গলে ও মুখে আবর্ত্ত বিশিষ্ট অশ্ব।

পিশাচকী —কুবের, ধনপতি।

অম্বষ্ঠকী —লতানিয়া গাছ।

ভণ্ডীতকী —মঞ্জিষ্ঠা লতা।

হরীতকী —বৃক্ষ বিং, ফল বিং।

কোশাতকী—ঝিঙ্গা, বণিক্, শুঁয়া, মোজা, জুতা।

কোষাতকী—জ্যোৎস্নাবতী রাত্রী, ফল বিং, ঝিঙ্গা।

সংবর্ত্তকী —বলরাম, বলদেব।

উপোদকী —পুতিকা, পুঁইশাক।
কৌমোদকী—শ্রীকৃষ্ণের গদা।
দিবান্ধকী —ছুছুন্দরী, ছুঁচা।
কাচনকী —পত্র, চিঠি।
চেতনকী —হরীতকী।
আগমকী —লতা বিং।
বৈয়াসকী —ব্যাসের অপত্য, শুকদেব।
শ্রীবৎসকী —যে অশ্বের বক্ষঃস্থলে কুটিলাবর্ত্ত আছে।

অকি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

গোহরিতকী —বেল গাছ।
দেববর্দ্ধকী —বিশ্বকর্ম্মা, দেবশিল্পী।
অতিসারকী —অতিসার রোগী, পেটরোগা।
চিক্কণশল্কী —চিক্কণ ও অস্থিময় মৎস্য, (ষ্টর্জিয়ন্)।

অকি—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

পশুহরিতকী—আম্রতক, আমড়া।

আকি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কাকী —বায়সী, (দেং) পিতৃব্য পত্নী, খুড়ী।
চাকি —(দেং) টুক্‌রা, খণ্ড, উপাধি বিং।
ঝাঁকি —(দেং) হেঁচ্‌কা টান।
টাকি —(দেং) মৎস্য বিং, গড়ুইমাছ।
টাঁকি —(দেং) স্বর বিং।
ঢাকি —(দেং) গরুর জলপান পাত্র, ঢক্কাবাদক।

নাকি —নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত, জিজ্ঞাসার্থ।
নাকী —দেবতা, খনা।
ফাকী —(দেং) চূর্ণ, প্রতারণা।
ফাঁকী —(দেং) প্রতারণা, চাতুরী, ছলনা।
বাকী —(যাং) অবশেষ, বকেয়া।
খান্‌কী —(যাং) বারবিলাসিনী, বেশ্যা।
আর্কি —যম, শনৈশ্চর।

আকি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

একাকী —একক, একলা, অসহায়, সহায় রহিত।
ভণ্টাকী —বার্ত্তাকু, বেগুণ, বৃহতী।
পতাকী —পতাকাধারী,রথ,সেনা, শুভাশুভ চক্র বিং।
ছত্রাকী —রাস্না।
জোনাকী —খদ্যোৎ।
পিনাকী —শিব, মহাদেব।
খোরাকী —(দেং)খাদ্যদ্রব্যের মূল্য।
চালাকী —(দেং) চাতুরী, ছল, প্রবঞ্চনা।
পুলাকী —বৃক্ষ, গাছ।
শালাকী —অস্ত্র চিকিৎসক, নাপিত, শেলধারী।
চক্রাঙ্কী —হংসী।
শালাঙ্কী —শালভঞ্জিকা, কাষ্ঠের পুতুল।
মনার্কি —(ইং) সাম্রাজ্য।

আকি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

রক্তপাকী —বার্ত্তাকু বিং, বৃহতী।
গর্ভপাকী —ষষ্টিক ধান্য, ষেটেধান।
চিরপাকী —কপিথ।
বর্ষপাকী —আমড়া গাছ।
প্রচালাকী —ময়ূর, সর্প, ধানুষ্ক।
প্রবলাকী —ভুজঙ্গ, সর্প, চিত্রলেখক।
পিটঙ্কাকী —ইন্দ্রবারুণী।

আকি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

বনবৃন্তাকী —বৃহতী, কণ্টীকারী।

আকি—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

কণ্টকবৃন্তাকী—বার্ত্তাকু, বেগুণ।
করারওয়াকী-(যাং) যথার্থ, প্রকৃতার্থ, ঠিক সময়।

ইকি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কীকি —চাষপক্ষী, নীলকণ্ঠ পাখী, কি কি?
নিকী —উৎকুণ, ডেঙ্গরের বীজ।
সিকি —টাকার ৪ ভাগের ১ভাগ, চতুর্থাংশ, পোয়া।

ইকি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

টিকটিকী —(দেং) জেঠী, গৃহগোধিকা।
বল্মিকি } —উয়েরঢিপি, বাল্মীক মুনি, গলগণ্ড, গোদ।
বল্মীকি }

বাল্মিকি }
বাল্মীকি } —রামায়ণ প্রণেতা, রত্নাকর, আদ্য কবি।

ইকি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

আন্বীক্ষিকী —ন্যায়শাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, আত্মবিদ্যা।

ধিকিধিকি — (দেং) অল্পে ২, মন্দ ২।

আকালিকী —বিদ্যুৎ, অসময়ে উৎপন্ন।

বৃষস্কন্ধী —ভৃঙ্গরোল, ভীমরুল।

উকি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উকি —গোপনে দেখা, উদ্‌গার, বমির উপক্রম।

খুকী —দুগ্ধ পোষ্যা বালিকা।

ভুকী —(দেং) ক্ষুধার্ত্ত।

চুট্‌কী —(দেং) তুড়ী দেওয়া, পদাভরণ বিং।

রুক্মী —ভীষ্মক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, নৃপ বিং।

চুম্‌কী —ক্ষুদ্র ঘটী, রাঙ্‌ময় উজ্জ্বল ক্ষুদ্র পদার্থ।

উল্কি —কপাল ও গাত্রেকৃত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন বিং।

ঢুক্কী —(দেং) ক্ষুদ্র ঢোল।

ভুল্কী —(দেং) ঈষদ্দৃষ্টি।

খুস্কী —(দেং) ময়লা বিং।

ঘুস্কী —গুপ্ত বেশ্যা,।

উকি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

কঞ্চুকী —লম্পট, সর্প, কবচধারী, অন্তঃপুর রক্ষক।

কৌতুকী —কৌতুকবিশিষ্ট।

তন্তুকী —নাড়ী, শিরা, ধমনী।
তিন্দুকী —গাব ফল।
ধানুকী —ধনুর্ধারী, ধানুষ্কী।
চুলুকী —শিশুমারাকৃতি মৎস্য।
বালুকী —কর্কটী, কাঁকুড়।
বাসুকি —ভুজঙ্গপতি, সর্পরাজ।
ধানুষ্কী —ধনুর্ধারী, ধানুকী।

উকি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

গাঙ্গেরুকী—গোরক্ষ তণ্ডুলা।
কুন্দুরুকী —কুঁদরুকী বৃক্ষ।
কাণখুস্কী —কাণের মলা, কর্ণশোধন যন্ত্র বিং।

উকি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

অব্ধিমণ্ডূকী—শুক্তি, মুক্তাস্ফোটক।

উকি—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

ঘর্ম্মান্তকামুকী—বলাকানামক হংসজাতীয় ক্ষুদ্র পাক্ষী।

একি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

একি —ইহা কিরূপ, ইহা কি?।
কেকী —ময়ুর।
খেঁকী —(দেং) রাগী কুকুরী।
ঢেঁকী —(দেং) তণ্ডুকাদি পরিষ্কার করণের যন্ত্র।
নেকি —(যাং) ভাল।
নেকী —(দেং) ৎঠঁটী।

ফেঁকী —(দেং) নূতন পল্লব।
বেঁকী —(দেং) পদাভরণ বিং, বাঁকা।
মেকী —(দেং) অচল মুদ্রা।
হেচ্‌কী—(দেং) আকর্ষণ, টানন।
ভেট্‌কী—(দেং) মৎস্য বিং।
ভেল্কী —(দেং) ইন্দ্রজাল, বাজী।

একি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বিবেকী—বিবেকযুক্ত, বৈরাগ্য বিশিষ্ট, বিচারক।

একি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অবিবেকী —অবিবেচক,(সাঙ্খ্য মতে) অভিন্ন।
ব্যতিরেকী—অভাব বিশিষ্ট।

একি—অন্ত। (৭) সপ্তাক্ষর।

অন্বয়ব্যতিরেকী—সাধ্য সাধক হেতু বিং।

ঔকি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

চৌকি—(দেং) খুরসী, আসন, পাহারা, রক্ষা।

ঔকি—অন্ত। (৭) পঞ্চাক্ষর।

রোশনচৌকী—(যাং) বাদ্য বিং, শানাইবাদ্যাদি।

কু—অন্ত। (১) একাক্ষর।

কু —পৃথিবী, পাপ, দোষ, মন্দ, নিন্দা, অল্প, বারণ।
কু —(ইং) ঘুঘুর ও পায়রার ডাক।
কু —পিশাচী।

স্ক্‌ - (ইং) পেরেক।
ক্রুঙ্‌- কোঁচবক।

অকু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কঙ্কু —কংসের ভ্রাতা, কঙ্গুতৃণ।
ন্যঙ্কু —মৃগ বিং, যে মৃগের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট শৃঙ্গ।
শঙ্কু —অস্ত্র, মৎস্য ও গোঁজ বিং, লিঙ্গ, ভয়, শিব।
তর্কু —সূত্র নির্ম্মাণ যন্ত্র, টেকো।

অকু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বচক্রু —বাচাল, বাগ্মী, ব্রাহ্মণ।
নিনঙ্কু —নাশ করিতে ইচ্ছুক।
গোরঙ্কু--পক্ষি বিং, বন্দী, নগ্নক।
ত্রিশঙ্কু—বিড়াল, চাতক পক্ষী, সূর্য্যবংশীয় নৃপ বিং।
তাটঙ্কু—কর্ণভূষণ বিং, ঢুল।

অকু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

জলরঙ্কু—ডাকপাখী, পানিকৌড়ী।

আকু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কাকু —বিকৃত কণ্ঠ ধ্বনি, বক্রোক্তি।
নাকু —মুনি বিং, উই, উলি পোকা, পর্ব্বত, বল্মীক।
মাকু —(দেং) তুরী, তাঁতির বস্ত্র নির্ম্মাণের যন্ত্র বিং।

আকু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ইক্ষ্বাকু —তিতলাউ, বৈবস্বত মনুর পুত্র।
কঠাকু —পক্ষি বিং, কাঠঠোকরা।

কুঠাকু —পক্ষি বিং, কাঠঠোকরা।
পৃদাকু —বায়ু, অনল, বজ্র, সুর্য্যমণ্ডল, নদী।
পৃদাকু —সর্প, বৃশ্চিক, চিতেবাঘ, হস্তী, বৃক্ষ।
তাম্রাকু —অষ্টাদশ বিভাগান্তর্গত বিভাগ বিং।
কৃষাকু —বহ্নি, বানর, সূর্য্য, উত্তাপক।
কৃষাকু —উত্তাপ, বিষাদ।

আকু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

কৃকবাকু—কাঁকলাস, টিকটিকী, ময়ূর, কুক্কুট।

ইকু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

শ্লিকু —ভৃত্য, লম্পট, জ্যোতিঃশাস্ত্র।
হ্রীকু } জতু, জৌ, গালা, টীনধাতু, লজ্জিত।
হ্লীকু
শিক্কু —অলস, নিষ্কর্ম্মা।
কিস্কু —বিঘৎ হস্ত, কুৎসিত, নীচ।

উকু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

মুকু —মুক্তি, স্বর্গ, শিব।

উকু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

একটুকু —(দেং) কিঞ্চিৎ, অত্যল্প।

কে—অন্ত। (১) একাক্ষর

কে—কোন্ ব্যক্তি?

অকে—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

কাণখড়কে—(দং) শ্রবণে সতর্ক।

আকে—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কাকে—(দেং) কাহাকে, কোন্‌ব্যক্তিকে।

পাকে—(দেং) নিমিত্তে, জন্যে।

কৈ—অন্ত। (১) একাক্ষর।

কৈ—(দেং) কুত্র, কোথা, মৎস্য বিং।

অকৈ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

নীচকৈঃ—খর্ব্ব, ক্ষুদ্র, অধম, অল্প, নীচ, নম্র, অধঃ।

উচ্চকৈঃ—উচ্চ, তুঙ্গ, প্রচুর।

শনকৈঃ—আস্তে২, ধীরে২, অল্পে২।

কো—অন্ত। (১) একাক্ষর।

কো—(দেং) কুয়াসা, কুপ।

ক্রো—(ইং) কাক, মোরগের ডাক।

আকো—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

সাঁকো—(দেং) সেতু, প্রতর।

খ। (১) একাক্ষর।

খ —স্বর্গ, দেবলোক, শূন্য, আকাশ, ইন্দ্রিয়, সূর্য্য।

ক্ষ—ক্ষত্রিয়, নৃসিংহ।

অখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

বখ্—(ধা) গমন বখিত, বখিতা, বাখক।

মখ্—(ধা) গমন—বখন, বখিত, বখিতা, বাখক।

অক্ষ্—(ধা) ব্যাপন।

চক্ষ্—(ধা) কথন, দর্শন।

জক্ষ্—(ধা) ভক্ষণ—জক্ষণ, জক্ষা, জক্ষিত, জক্ষ।

তক্ষ্—(ধা) চর্ম্ম গ্রহণ, কাষ্ঠাদি চাঁচা, কৃশ করণ।

ত্বক্ষ্—(ধা) কৃশ করণ-ত্বষ্ট, ত্বষ্টা, ত্বক্ষণ,ত্বক্ষিত।

দক্ষ্—(ধা) বৃদ্ধিপা, শীঘ্র করণ, প্রাদক্ষিণ, দক্ষ,দক্ষিণা।

নখ —অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ অস্থি বিং, অংশ, ধাতু বিং।

মখ —যাগ, যজ্ঞ, ক্রতু।

অক্ষ—(ধা) ব্যাপন—অক্ষি, অক্ষ, গবাক্ষ, অক্ষণ।

অক্ষ—পাশা, ব্যবহার, আত্মা,জাতান্ধ ,সর্প, রথ।

কক্ষ—বাহুমূল, শুষ্কবন ও তৃণ, কাছা, প্রতিযোগী।

যক্ষ —কুবের ও তৎ অনুচর ও তৎ ধন।

তক্ষ—নৃপ বিং, ভরত পুত্র।

দক্ষ —সম ,পটু,মুনি ও প্রজাপতি বিং, শিব, ডানহাত।

ঋক্ষ—বীর, সমগ্র, নিকৃষ্ট, সকল, পরশুরাম, মহিষ।

পক্ষ—দুই, শুক্ল-কৃষ্ণ, ১৫ দিন, সহায়, পাখীর ডানা।

মক্ষ—ক্রোধ, সমূহ, স্বীয় দোষ গোপন করা।
ম্রক্ষ—নিজ দোষ গোপন।
রক্ষ—রক্ষা করণ, লা, ভস্ম, বলয় বিং, রক্ষাকর্ত্তা।
লক্ষ—লাক, দৃষ্টি, প্রবঞ্চনা, শরব্য, উদ্দেশ্য।
প্রখ্য—তুল্য, প্রকার, সদৃশ।
সখ্য—বন্ধুত্ব, সখীত্ব, মিত্রতা।
অক্ষ্য—(ধা) ব্যাপন।
ভক্ষ্য—ভোগ্য, আহারের যোগ্য, অংশকীয়।
রক্ষ্য—রক্ষণীয়, রক্ষা করিবার উপযুক্ত, আশ্রয়ার্হ।
লক্ষ্য—শরব্য, চিহ্ন, লাক, দ্রষ্টব্য, বেধ্য, চাতুরী।
মস্খ—সন্ন্যাসী বিং, পরিব্রাজক।
শঙ্খ—রণঢক্কা, নখী, মুনি, সংখ্যা বিং।
সঙ্খ্য—সংগ্রাম, যুদ্ধ, সমর, রণ, আহব।
জক্ষ্ম—ক্ষয় কাশ।
পক্ষ্ম—নেত্রলোম, কিঞ্জল্ক, সূক্ষ্মাংশ, পাখীর ডানা।
রক্ষ্ম—পরিত্রাণ, প্রতিপালন, আশ্রয় দান।
লক্ষ্ম—চিহ্ন, বোধনার্থ চিহ্ন, প্রধান।
বক্ষঃ—উরঃস্থল, বুক, হৃদয়।
রক্ষঃ—রাক্ষস, নিশাচর।

অখ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

কুনখ—নখরোগ বিং, কুৎসিত নখ যুক্ত।
দ্রুনখ—কণ্টক, কাঁটা।

পরখ —(দেং) পর্য্যালোচনা, বিবেচনা করা, যাচাই।
পালখ —পাখা, ডানা, পুচ্ছ।
ধীসখ —অমাত্য, মন্ত্রী, শিক্ষক, মিত্র, বন্ধু।
বৈকক্ষ —বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে স্থাপিত মাল্য।
হর্য্যক্ষ —কুবের, সিংহ।
ত্রিতক্ষ —তক্ষত্রয়, সূত্রধার গণ।
প্রত্যক্ষ —ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, দৃশ্য, সাক্ষাৎ,ইন্দ্রিয়ের বিষয়।
অধ্যক্ষ —প্রত্যক্ষ, প্রধান কর্ম্মচারী।
অনক্ষ —ইন্দ্রিয় রহিত, অন্ধ, চক্ষুশূন্য।
অন্বক্ষ —প্রত্যক্ষ, পশ্চাদ্‌গামী, চক্ষু সমীপে।
বিপক্ষ —ভিন্ন পক্ষাশ্রিত, শত্রু, পক্ষহীন।
সপক্ষ —যাহার ডানা আছে, অনুকুল, সহায়, তুল্য।
অব্‌ভক্ষ —সর্প, ভুজঙ্গ, উরগ।
সমক্ষ —সম্মুখ, প্রত্যক্ষ, অগ্রতঃ, পুরতঃ।
আরক্ষ —সৈন্য, রক্ষা, রক্ষক, গজকুম্ভের নিম্নভাগ।
গোরক্ষ —গোপাল, রাখাল, নাগরঙ্গ।
দুরক্ষ —কপট পাশক, ছলদ্যূত।
নিরক্ষ —নাড়ীমণ্ডল, বিষুব রেখা।
সংরক্ষ —রক্ষণ, পরিত্রাণ, তত্ত্বাবধারণ।
বলক্ষ —শুভ্রবর্ণ, শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট।
বিলক্ষ —আশ্চর্য্যান্বিত, চমৎকৃত, লজ্জিত, নির্গুণ।
দুর্ভক্ষ —দুর্ভিক্ষ, যে কালে খাদ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়।

দুর্ভিক্ষ্য —দুর্ভিক্ষ, যে কালে খাদ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়।
অলক্ষ্য —দৃষ্টির অগোচর, যাহা অতি কষ্টে দ্রষ্টব্য।
বৈলক্ষ্য —লজ্জা, বিস্ময়, আশ্চর্য্য, প্রভেদ।
দুর্লক্ষ্য —অলক্ষ্য, অদৃশ্য।
গোসখ্য—গোয়াল, গোপ পরিমাণ, গো সংখ্যতা।

অখ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

চক্রনখ —ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধদ্রব্য।
শঙ্খনখ —ক্ষুদ্র শঙ্খ, ছোট শাঁখ, জোঙ্গড়া প্রভৃতি।
ব্যাঘ্রনখ —নখীনামে গন্ধদ্রব্য, কন্দ বিং, নখক্ষত।
পঞ্চনখ —নর-বানর-হস্তী-কূর্ম্ম-ব্যাঘ্র, পঞ্চনখযুক্ত।
হস্তিনখ —পুরদ্বারস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ।
তরুনখ —কণ্টক, কাঁটা।
ব্যালনখ —গন্ধদ্রব্য বিং, বিঘ্নহা, ব্যালবল।
শতমখ —ইন্দ্র, শতক্রতু, হরি।
জৈত্ররথ —জয়শীল, জেতা।
প্রিয়সখ —খদির গাছ, প্রিয়বন্ধু।
বায়ুসখ —অগ্নি, বহ্নি।
মধুসখ —কামদেব, মদন, রতিপতি।
অগ্নিসখ —পবন, বায়ু, বাতাস।
কৃষ্ণসখ —কৃষ্ণের সখা, অর্জ্জুন।
কামসখ —বসন্তকাল, আম্রতরু, মধুমাস।
রামসখ —সুগ্রীব বানর, বিভীষণ, গুহক, রামের মিত্র।

স্মরসখ —চন্দ্র, বসন্ত।
ঈশসখ —কুবের, মহাদেবের সখা।
বহ্নিসখ —পবন, বায়ু, বাতাস, বহ্নির সখা।
মরুৎসখ —বায়ু সখা, অগ্নি, ইন্দ্র, মঘবা।
কৌটতক্ষ —স্বাধীন সূত্রধর।
কাষ্ঠতক্ষ —সূত্রধর, ছুতার।
গ্রামতক্ষ —গাঁয়ের ছুতার।
অপ্রত্যক্ষ —অতীন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষ শূন্য, অদৃষ্ট।
তপস্তক্ষ —ইন্দ্র, দেবরাজ, কুলিশী।
করদক্ষ —নিপুণ, সতর্ক, বিদগ্ধ, চতুর।
দৃগধ্যক্ষ —সূর্য্য।
দুর্গাধ্যক্ষ —দুর্গ রক্ষক।
ধনাধ্যক্ষ —কুবের, ধনী, ধনরক্ষক।
রূপ্যাধ্যক্ষ—টাকশালের অধ্যক্ষ, টাকাওয়ালা, খাজাঞ্চী।
ধর্ম্মাধ্যক্ষ —ধর্ম্মাধিকারী, বিচারক।
কোষাধ্যক্ষ—ধনরক্ষক, কুবের।
ক্ষয়পক্ষ —কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে চন্দ্রেরকলা হ্রাস পায়।
একপক্ষ —সহায়, সপক্ষ।
কাকপক্ষ —কাণপাটা, জুল্পী, শিখণ্ডক।
কচপক্ষ —কেশ পাশ।
প্রেতপক্ষ —গৌণচান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণ পক্ষ।
সিতপক্ষ —শুক্লপক্ষ, রাজহংস, হাঁস।

হস্তপক্ষ —বাদুড় ইত্যাদি।
প্রতিপক্ষ —শত্রু, প্রতিবাদী, আসামী, প্রতিনিধি।
শিতিপক্ষ —হংস, হাঁস, মরাল।
পিতৃপক্ষ —ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণপক্ষ, পিতৃনির্দ্দিষ্ট জ্ঞাতি।
গর্দ্ধপক্ষ —গৃধ্র পাখা যুক্ত বাণ।
স্বর্ণপক্ষ —গরুড়, সুবর্ণ পাখাশালী।
কৃষ্ণপক্ষ —যে পক্ষে চন্দ্রের কলা হ্রাস হয়, কালপাখী।
অবপক্ষ —নিরর্থক, পক্ষপাতী।
পূর্ব্বপক্ষ —অভিযোগ, শুক্লপক্ষ, শাস্ত্রীয় প্রশ্ন, ফাঁকি।
করপক্ষ —বাদুড়, চামচিকা।
শুক্লপক্ষ —প্রতিপদ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ তিথি।
কেশপক্ষ —চুলের গোছা, ভূষিত কেশগুচ্ছ।
মহাপক্ষ —রাজহংস বিং, পেঁচা।
বায়ুভক্ষ —বায়ু ভক্ষণকারী, সর্প, অহি।
অস্থিভক্ষ —হাড়গিলা, কুক্কুর।
কণভক্ষ —কশ্যপ মুনি, স্বর্ণকার।
সর্ব্বভক্ষ —হুতাশন, অনল, অজ।
মাংসভক্ষ —মাংসাশী, মাংস ভোজী।
পোতরক্ষ —নৌকা প্রভৃতির হাইল, মাঝী।
শীর্ষরক্ষ —শিরস্ত্রাণ, পাগড়ী।
রতিলক্ষ —রমণ, রতিক্রীড়া।
উপলক্ষ —অবলম্বন, আশ্রয়, উদ্দেশ্য, নিমিত্ত।

স্থূললক্ষ —বহুপ্রদ, অতি দাতা, বিদ্বান, কৃতজ্ঞ।
হস্তিকক্ষ্য—ব্যাঘ্র, সিংহ।
বায়ুভক্ষ্য —বায়ুভক্ষণকারী, সর্প।
সর্ব্বভক্ষ্য —যে সমুদায় দ্রব্য আহারকরে, শিশু।
উপলক্ষ্য —অবলম্বন, আশ্রয়, নিমিত্ত।
যূপলক্ষ্য —বিহঙ্গম, পাখী, জাল বিং।
স্থূললক্ষ্য —বহুপ্রদ, অতি দাতা, কৃতজ্ঞ, বিদ্বান্।
নৃপলক্ষ্ম —রাজার ছত্র চামরাদি, রাজচিহ্ন।
নখশঙ্খ —নখের ন্যায় ক্ষুদ্র শঙ্খ, ছোট শাঁখ।
লতাশঙ্খ —শালগাছ।
পাণিশঙ্খ —ক্ষুদ্র শঙ্খ।
হেমশঙ্খ —বিষ্ণু, নারায়ণ।
মহাশঙ্খ —মানুষের হাড়, ললাটদেশ, সংখ্যা বিং।

অথ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

ত্র্যম্বক্যসখ —কুবের, ধনপতি।
শ্রীকণ্ঠসখ — [ঐ]
বসন্তসখ —কন্দর্প, কামদেব, মদন।
মদিরাসখ —আম্র, মদিরাপায়ীদিগের অত্যন্ত প্রিয়।
অনিলসখ —অগ্নি, বহ্নি।
ত্বাচপ্রত্যক্ষ —স্পর্শেন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান।
তমিস্রপক্ষ —কৃষ্ণপক্ষ।
সৎপ্রতিপক্ষ —প্রতিযোগী, একতুল্য, দালিম গাছ।

উত্তরপক্ষ —সমাধান।

অপরপক্ষ —কৃষ্ণপক্ষ।

ধবলপক্ষ —হংস, শুক্লপক্ষ।

অখ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

পঞ্চপঞ্চনখ —শশক-শল্লকী-কুম্ভীর-গণ্ডার-কচ্ছপ।

আখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

রাখ্ —(ধা) ভূষিত হওয়া।

শাখ্ —(ধা) ব্যাপন, ব্যাপ্তি-শাখা, শাখি, শাখী।

কাক্ষ্ —(ধা) স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, দুরাভিলাস।

ধ্বাক্ষ্ —(ধা) ইচ্ছা, ঘোরধ্বনি-ধ্বাঙ্ক্ষ।

আখ —খনিত্র, খন্তা।

চাখ —(দেং) স্বাদ গ্রহণ কর।

মাখ —(দেং) মর্দ্দন কর।

রাখ —(দেং) থোও, রেখে দাও।

শাখ —কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন।

শাঁখ —(দেং) শঙ্খ, কম্বু।

কাক্ষ —কটাক্ষ, কুৎসিত নেত্র, ঈষৎ দৃষ্টি।

সাখ্য —সখ্য, মিত্রতা, সখিতা।

দাক্ষ্য —নৈপুণ্য, নিপুণতা।

সাক্ষ্য —সাক্ষীর কর্ম্ম, প্রমাণ লওয়া।

ধ্বাঙ্ক্ষ--মৎস্যভোজী পাখী, নাগ বিং, কাক, পেত্নী।

ধ্বাঙ্ক্ষ— [ঐ]

শাঙ্ক্ষ—স্মৃতিশাস্ত্র বিং, শাঙ্খ যুক্ত।
সাঙ্খ্য —কপিল মুনি প্রণীত দর্শন শাস্ত্র।
তার্ক্ষ —কশ্যপ মুনি।
বার্ক্ষ্য —তরু সম্বন্ধীয়, বন, অরণ্য, অটবী।
তার্ক্ষ্য—অশ্ব, সর্প, রসাঞ্জন, অরুণ, অর্জ্জুন, রথ, স্বর্ণ।

আখ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ত্রিশাখ —তিন শাখা বিশিষ্ট, বিল্বপত্র।
বিশাখ —কার্ত্তিকেয়, যাচক, কুমার, পুনর্নবা শাক।
বৈশাখ —প্রথম মাস, মন্থন দন্ত।
একাক্ষ —কাক, কাণ, কাণা, এক চক্ষু।
পিঙ্গাক্ষ —মহাদেব, শিব, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু যুক্ত।
কটাক্ষ —অপাঙ্গ, অপাঙ্গ দর্শন, আড়দৃষ্টি।
রক্তাক্ষ —মহিষ, পারাবত, সারস, রক্ত বর্ণ চক্ষু যুক্ত।
দীপ্তাক্ষ —ময়ূর, বিড়াল।
ক্ষুদ্রাক্ষ —যাহার চক্ষু ছোট।
রুদ্রাক্ষ —স্বনাম প্রসিদ্ধ গাছ ও তৎ ফল।
রুদ্রাক্ষ — [ঐ]
পদ্মাক্ষ —পদ্মবীজ, যাহার চক্ষু পদ্ম পত্রের ন্যায়।
মন্দাক্ষ —লজ্জা, ত্রপা, ব্রীড়া।
অপাক্ষ —কুৎসিত চক্ষু, নেত্রহীন, অন্ধ।
উপাক্ষ —উপনেত্র, চসমা।
অবাক্ষ —পরিরক্ষক, পরিত্রাতা।

গবাক্ষ —জানালা, বানর বিং, গোনয়ন, জাল।
শিবাক্ষ —রুদ্রাক্ষ বীজ।
তাম্রাক্ষ —রক্ত বর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট, কোকিল।
কুশাক্ষ —শাখামৃগ, বানর।
শক্রাখ্য —পেচক, উলূক, দিবাভীত।
মেঘাখ্য —মুস্তক, মুতা।
গজাখ্য —চক্রমর্দ্দক কি চাকুন্দ গাছ।
পত্রাখ্য —তেজপত্র।
মোদাখ্য—আমগাছ।
চান্দ্রাখ্য—আর্দ্রক, আদা।
সর্পাখ্য —কন্দ বিং, নাগকেশর।
সোমাখ্য—রক্তকৈতব, রাঙ্গাসুঁদী।
শৈলাখ্য —শৈলেয়, শিলাজতু, গন্ধ দ্রব্য বিং।

আখ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

দীর্ঘশাখ —শালগাছ, শণগাছ।
পঞ্চশাখ —কর, হস্ত, পাঁচ শাখা যুক্ত।
অন্যশাখ —স্বধর্ম্মত্যাগী।
খর্ব্বশাখ —খর্ব্ব, বামন, ক্ষুদ্রশাখা বিশিষ্ট গাছ।
মল্লিকাক্ষ —ঈশৎ ধূসররক্তবর্ণচঞ্চু ও দ্বিপাদযুক্তহংস।
সহস্রাক্ষ —ইন্দ্র, দেবরাজ, বিষ্ণু।
বিবৃতাক্ষ —কুক্কুট, বিস্ফারিত লোচন।
লোহিতাক্ষ —বিষ্ণু, কোকিল, যাহার রক্তবর্ণ নেত্র।

উরণাক্ষ —তরু বিং, চাকুন্দ।
হিরণাক্ষ —হিরণ্য কশিপুর ভ্রাতা।
বিরূপাক্ষ —শিব, ত্রিলোচন, ভয়ানক লোচন।
কেকরাক্ষ —যাহার চক্ষু টেরা।
কর্করাক্ষ —খঞ্জনপাখী।
পুষ্করাক্ষ —বিষ্ণু, পুণ্ডরীকাক্ষ।
হলরাক্ষ —আহুল্য ও হুড় হুড়া গাছ।
নিটলাক্ষ —শিব, ত্রিলোচন।
বিশালাক্ষ —শিব, গরুড়, যাহার চক্ষু বড়, সুনেত্র।
দ্বাদশাক্ষ —কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন।
পট্টিকাখ্য —রক্ত লোধ্র, পটিয়া লোধ।
মস্তকাখ্য —তরু শিরঃ, গাছের আগা।
মল্লিকাখ্য —ঈষৎধূষররক্তবর্ণচঞ্চু ও দ্বিপাদযুক্তহংস।
নিরুপাখ্য —অনির্ব্বচনীয়, পরব্রহ্ম, অস্তিত্বহীন।
যুগলাখ্য —গাছ বিং, বাবুই গাছ।
নিরাকাঙ্ক্ষ —বীতস্পৃহ, সন্তুষ্ট।
দুষ্পূরাকাঙ্ক্ষ —যাহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না।
জলকাঙ্ক্ষ —জলাভিলাষী, হস্তী, করী, শুণ্ডধর।
দৃশাকাঙ্ক্ষ্য —পদ্ম, যাহার চক্ষু কবির উপমেয়।

আখ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

পুণ্ডরীকাক্ষ —বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হরি, পদ্ম পলাশ লোচন।
দ্বিসহস্রাক্ষ —সর্পরাজ, অনন্তদেব, অনন্ত নাগ।

নীলকণ্ঠাক্ষ —রুদ্রাক্ষ, খঞ্জনের ন্যায় যাহার চক্ষু।

ইখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

রিখ্ —(ধা) গমন—রিখন।

লিখ্ —(ধা) চিত্র করণ—লিখন, লেখন, বিলেখন।

ঈক্ষ্ —(ধা) দর্শন—ঈক্ষণ, নিরীক্ষণ, উৎপ্রেক্ষা।

দীক্ষ্ —(ধা) উপদেশ—দীক্ষা, দীক্ষিত, দীক্ষণ।

বৃক্ষ্ —(ধা) আচ্ছাদন—বৃক্ষ, বৃক্ষিত, বৃক্ষণ।

ভিক্ষ্ —(ধা) যাচ্ঞা ক্র—ভিক্ষা, ভিক্ষুক।

শ্লক্ষ্ —(ধা) শ্লক্ষ্ণ—শ্লক্ষ, শ্লক্ষণ।

শিক্ষ্ —(ধা) শিক্ষা ক্র—বিদ্যা গ্রহণ করা।

ইন্খ্ —(ধা) গমন করা।

ত্রিখ —দশা, সীসা, টিন, রাঙ্গ।

তুখ —জাতীফল, জায়ফল।

বিখ —খাঁদা, যাহার নাসিকা নাই।

ঈক্ষ —দর্শন, অবলোকন, (ধা) দর্শন করা।

বৃক্ষ —তরু, পাদপ, বিটপী, দ্রুম, মহিরুহ, গাছ।

ঋক্ষ —ভল্লুক, পর্ব্বত, তারা, মেষাদি রাশি, বিদারিত

বিখ্য —খাঁদা, যাহার নাক নাই।

বীক্ষ্য —দর্শনীয়, বিস্ময়, নৃত্য কারক।

সিক্ষ্য —স্ফটিক মণি, কাঁচ, বেলোয়ার।

বিখ্র —খাঁদা, ছিন্ন নাসিকা, চন্দ্র, নাসিকাবিহীন।

বিশ্বা —অশ্বের খুর।

ইখ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

উচ্ছিখ —উন্নতাগ্র, উন্নত মস্তক।
তারিখ —(যা) দিন, রোজ, তিথি।
নিরিখ —(যাং) ভূমির বিবিধ কর।
নিরীখ —(দেং) দ্রব্যের মূল্য, বাজার ভাও, দর, হার।
বিলিখ —খনন, আঁচড়ান।
ত্রিশিখ —রাবণের পুত্র, রাক্ষস বিং, ত্রিশূল, কিরীট॥
বিশিখ —বাণ, শর, শরগাছ, তোমরাস্ত্র, শিখারহিত॥
সুশিখ —অগ্নি, উত্তম শিখা যুক্ত, চন্দন বিং।
ঈদৃক্ষ —এইরূপ, এতাদৃশ, এইপ্রকার।
সদৃক্ষ —অনুরূপ, সমান, তুল্য, উপযুক্ত, যোগ্য।
শ্রীবৃক্ষ —বিল্বতরু, অশত্থগাছ।
সুভিক্ষ —প্রচুর ভিক্ষা বা ভক্ষ্য বিশিষ্ট, বৃক্ষ বিং।
দুর্ভিক্ষ —দেশে শস্যাদি খাদ্য দ্রব্যের অভাব, অকাল।
সমীক্ষ —সাঙ্খ্য দর্শন, দৃষ্টি, দর্শন, বিবেচনা।
প্রতীক্ষ্য —পূজ্য, আরাধ্য, অপেক্ষণীয়।
সমীক্ষ্য —সাঙ্খ্য দর্শন, দর্শন, চেষ্টা, অনুসন্ধান।

ইখ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

পঞ্চশিখ —সিংহ, ধর্ম্মাত্মজ মুনি বিং, পাঁচ শাখা যুক্ত॥
বদ্ধশিখ —শিশু, যে শিখা বন্ধন করিয়াছে, শিষ্য।
অগ্নিশিখ —কুঙ্কুম, বাণ, দীপ, স্বর্ণ।
বহ্নিশিখ —অগ্নিজ্বালা, কুসুম্ভ পুষ্প, কুঙ্কুম।

পুষ্পনিক্ষ —অলি, ভ্রমর।
শাকবৃক্ষ —শেগুণ গাছ।
শঙ্কুবৃক্ষ —শাল গাছ।
নখবৃক্ষ —নীলী গাছ।
শিখাবৃক্ষ —দীপাধার, পিল্‌সুজ, শামাদান।
রাজবৃক্ষ —পিয়ালতরু, সোঁদালি ও লঙ্কাসিজের গাছ
তেজোবৃক্ষ—ক্ষুদ্র অগ্নিমন্থ তরু।
নিদ্রাবৃক্ষ —নিদ্রা যাহার ফল, অন্ধকার।
সাধুবৃক্ষ —কদম্ব তরু।
গুণবৃক্ষ —নৌকা বা জাহাজের মাস্তুল।
জ্যোৎস্নাবৃক্ষ-দীপাধার, পিল্‌সুজ।
দীপবৃক্ষ —দীপ, পাদপ, দীপাধার, পিলসুজ।
কল্পবৃক্ষ —অভীষ্ট ফলদাতা স্বর্গীয় গাছ, কল্পতরু।
কাফিবৃক্ষ —স্বনাম প্রসিদ্ধ তরু বিং।
দেববৃক্ষ —সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, মন্দার গাছ, গুগ্‌গুল।
শ্রুবাবৃক্ষ —বিকঙ্কত তরু, বঁইচগাছ।
কামবৃক্ষ —বন্দাক, পরগাছ।
তাম্রবৃক্ষ —রক্তচন্দন গাছ।
তূলবৃক্ষ —শিমূল গাছ, কার্পাসের গাছ।
ধনুর্বৃক্ষ —বংশ, বাঁশ, অশ্বত্থ, ভল্লাতক।
অন্তরিক্ষ —আকাশ, ভূলোক ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান।
অন্তরীক্ষ —আকাশ, ভূলোক ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

অান্তরীক্ষ —গগনোৎপন্ন, আকাশ, গগন।
দুর্নিরীক্ষ —দুর্দ্দর্শ, অনবলোকনীয়।
বিষ্ণুঋক্ষ —শ্রবণা নক্ষত্র।
হংসাভিখ্য—রজত, রৌপ্য।
সোমবৃক্ষঃ—শ্বেত খদির, কট্‌ফল গাছ।

ইখ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

কুটজবৃক্ষ —শিরিষ ও প্লক্ষতরু,কুরচী গাছ,পাখী বিং
হিমাংশুভিখ্য—রৌপ্য, রজত, রূপা।

উখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উখ্ —(ধা) গমন করা।
দুঃখ্ —(ধা) দুঃখকরণ—দুঃখ, দুঃখিত।
সুখ্ —(ধা) সুখীকরণ—সুখ, সুখী।
উক্ষ্ —(ধা) সেচন,উক্ষণ,প্রোক্ষণ,প্রোক্ষণীয়,প্রোক্ষক
ধুক্ষ্ —(ধা) ক্লেশপা—ধুক্ষণ, ধুক্ষিত।
রূক্ষ্ —(ধা) অগ্নি দগ্ধ হওয়া—রূক্ষ, রূক্ষকেশ।
দুঃখ —ক্লেশ, কষ্ট, সন্তাপ, সংসার, দুঃখ জনক।
মুখ —আনন, বদন, গৃহাদির দ্বার, আরম্ভ, শ্রেষ্ঠ।
রুক্ষ —কঠিন, কর্কশ, খস্‌খসে, বন্ধুর, উগ্র, নিষ্ঠুর।
রূক্ষ — [ঐ]
সুখ —আনন্দ, স্বর্গ, জল, মনোহর, মধুর, সুখী,প্রীতি
উক্ষ —সিক্ত, ধৌত।
উখ্য —স্থালীপক্ক মাংসাদি।

মুখ্য —শ্রেষ্ঠ, প্রধান, আদিম, আদ্য।
শূক্ষ্ম —সরু, মিহি, অল্প,কৃতক,কৃত্রিম,পরমাত্ম বিষয়ক
সূক্ষ্ম —সরু,অল্প,ছল,ছোটএলাচী,অধ্যাত্ম বস্তু-শাস্ত্র।
সুযুগ্ম —সুন্দর, মনোহর, সামবেদান্তর্গত প্রণব ষট্‌ক।
পুঙ্খ —বাণের গুণযোজনস্থান, কাণ্ড, মূল।
মূর্খ —অজ্ঞ, মূঢ়, জড়মতি, বর্ব্বর, মাষ,গায়ত্রী রহিত
দুঃখ —ক্লেশ, কষ্ট।

উখ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ময়ূখ —কিরণ, আলোক, শোভা, জ্বালা,গোঁজ,পিন্‌।
আমুখ —প্রস্তাবণারূপ নাটকের অঙ্গ বিং।
গোমুখ —তিলক পুঁটলি,'বিলেপন, সিঁধ,গবাস্য।
শ্রীমুখ —কাল চক্রের ৭ম বৎসর, শোভাযুক্ত আনন।
দ্বিমুখ —রাজ সর্প, যাহার দুই দিকে মুখ আছে।
প্রমুখ —১ম, শ্রেষ্ঠ, আরম্ভ, তৎকাল, পুন্নাগ গাছ।
বিমুখ —পরাঙ্মুখ, অপ্রসন্ন, নিবৃত্তি, নিস্পৃহ।
সমুখ —বক্তা, বাগ্মী, যাহার মুখ আছে।
সুমুখ —গরুড় ও তৎ পুত্র, গণেশ, সুন্দর মুখ যুক্ত।
সম্মুখ —সমক্ষ, অভিমুখ।
প্রাঙ্মুখ —পূর্ব্বাস্য, পূর্ব্ব মুখ।
বাঙ্মুখ —উপন্যাস, বাক্যারম্ভ, মুখবন্ধ।
উন্মুখ —ঊর্দ্ধমুখ, উৎসুক, উদ্যুক্ত।
ষণ্মুখ —ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়।

সম্মুখ —অভিমুখ।
দুর্ম্মুখ —কটুভাষী, কুৎসিত, অশ্ব, বানর-নাগ-বিং।
অসুখ —ক্লেশ, কষ্ট, পীড়া।
বৈমুখ্য —বিমুখতা, অপ্রসন্নতা, পলায়ন,উঠিয়া আসা

উখ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

দ্বন্দ্ব দুঃখ —শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদির একাভাবদুঃখ।
ত্রয়ীমুখ —ব্রাহ্মণ।
অয়োমুখ —লৌহাগ্র যুক্ত বাণ, পর্ব্বত বিং।
কঙ্কমুখ —চিম্‌টা, সাঁড়াশী, সোন্না বিং।
উল্কামুখ —প্রেত বিং, বাণ বিং।
শঙ্খমুখ —নক্র, কুমীর।
সূচীমুখ —মণি, রত্ন, বাণ বিং।
পঞ্চমুখ —শিব, পঞ্চানন।
ম্লেচ্ছমুখ —তাম্র, তামা।
কৃতমুখ —কৃতকর্ম্মা, প্রধান, শ্রেষ্ঠ।
শতমুখ —শত মুখ যুক্ত, ইন্দ্র, দেবরাজ।
প্রতিমুখ —অভিমুখ, সম্মুখ, নাট্যের সন্ধি বিং।
মাতৃমুখ —মূর্খ, জড়, স্থূলবুদ্ধি, অজ্ঞব্যক্তি।
চৈত্যমুখ —ছাত্রের জলপাত্র, কমণ্ডলু, পূজার পাত্র।
স্বস্তিমুখ —লেখ, লিপি, ব্রাহ্মণ, স্তুতিপাঠক।
তদামুখ —আরম্ভ, উদ্যোগ।
ভদ্রমুখ —সৌম্য দর্শন, দেখিয়া ভদ্র বোধ করা।

নান্দীমুখ —কূপাদির মুখ বন্ধন, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।
দধিমুখ —বানর বিং।
অধোমুখ —নত মুখ, নক্ষত্রগণ বিং।
যানমুখ —রথাদির অগ্রভাগ।
দিনমুখ —প্রাতঃকাল, প্রত্যূষ।
দ্রোণমুখ —জেলার কি ৪০০ গ্রামের প্রধান নগর।
সেনামুখ —সৈন্য সংখ্যা বিং, পুরদ্বারের উচ্চ পথ।
অগ্নিমুখ —দেবতা, ব্রাহ্মণ, চিতাগাছ, ভল্লাতক।
অভিমুখ —অনুকুল, সম্মুখ, সদয়, ঊর্দ্ধমূখি, সমীপ।
গ্রামমুখ —বাজার, হাট।
করিমুখ —গজানন, গণেশ, হাতীর মুখ।
ক্রোড়ীমুখ —গন্ডীর।
কেলিমুখ —কৌতুক, পরিহাস।
বলিমুখ
বলীমুখ } —বানর, কপি।
শিলীমুখ —ভ্রমর, বাণ, শর, যুদ্ধ।
অশ্বমুখ —কিন্নর।
সিংহমুখ —সিংহমুখ, হস্তীর ভূষণ বিং।
গুহামুখ —যাহার হাঁ অতিশয় বড়, বিস্তৃত মুখ যুক্ত।
মহামুখ —কুমীর, কুম্ভীর, বৃহৎ বদন।
বহ্নিমুখ —অগ্নিমুখ, দেবতা।
পরাঙ্মুখ —অধোমুখ, নতমুখ, প্রতিকুল, বিমুখ।

চতুর্ম্মুখ —ব্রহ্মা, প্রজাপতি।
অহর্ম্মুখ —প্রভাত, দিনের প্রত্যূষ।
মহাসুখ —অতিশয় আহ্লাদ, শৃঙ্গার, মৈথুন, বুদ্ধ।
রত্নমুখ্য —হীরক, হীরা।
আভিমুখ্য —সম্মুখীনত্ব, আনুকূল্য।
পারিমুখ্য —অভিমুখতা, সম্মুখতা, বিদ্যমানতা।
অতিসূক্ষ্ম —অতি লঘু, অতি ক্ষুদ্র।
কৃতপুঙ্খ —শর ক্ষেপণে সুপণ্ডিত।
চিত্রপুঙ্খ —শর, বাণ।
গণ্ডমূর্খ —অতিশয় মূর্খ, বোকা।
হতমূর্খ —অতি মূঢ়, গণ্ড মূর্খ।

উখ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

সূচিকামুখ —শঙ্খ, শাঁখ, কম্বু।
পূতিকামুখ —শম্বুক, শামূক।
সর্ব্বতোমুখ —সর্ব্বদিগাভিমুখ, জল, আকাশ।
অবদ্ধমুখ —অপ্রিয় বাদী, দুর্ম্মুখ।
মলিনমুখ —ক্রূর, অসভ্য, ভয়ঙ্কর, অগ্নি, হনুমান, ভূত।
দক্ষিণামুখ —দক্ষিণদিঙ্মুখ, দক্ষিণাস্য।
রজনীমুখ —নীশামুখ, প্রদোষ, সায়ংকাল।
বড়বামুখ —বড়বানল, বাড়বাগ্নি, সমুদ্রাগ্নি।
প্রতিভামুখ —বুদ্ধিমান্, প্রাগল্ভ্য, তীক্ষ্ণ, প্রখর।
অক্ষরমুখ —ছাত্র, শিষ্য।

দিবসমুখ —অহর্মুখ, প্রাতঃকাল।
উদয়োন্মুখ —যাহার উদয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।
বিনাশোন্মুখ —বিনষ্টপ্রায়, পক্ক, মৃতপ্রায়, ম্রিয়মাণ।
সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম —বিবেচনা, বিশেষ বিচার।
পুঙ্খানুপুঙ্খ — [ঐ]
পণ্ডিতমূর্খ —যে পণ্ডিত হইয়াও মুর্খের কার্য্য করে।

উখ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

সর্ব্বদেবমুখ —অগ্নি, বহ্নি, অনল।
একদুঃখসুখ —সমদুঃখ সুখ, দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী।

এখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

লেখ —লিপি, পত্র, লিখন, দেবতা, লেখনীয়।
লেখ্য—অক্ষর, লিখিতপত্রাদি বা চিত্রাদি, লেখনীয়।

এখ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ত্রিরেখ —শাঁখ, শঙ্খ।
উল্লেখ —অর্থালঙ্কার বিং, খনন, বমন, কথন, চাঁচা।
হৃল্লেখ —জ্ঞান, তর্ক।
ব্যপেক্ষ —প্রতীক্ষক, আকাঙ্ক্ষী।
সাপেক্ষ —সাকাঙ্ক্ষা, অপেক্ষা যুক্ত, পরস্পরাপেক্ষী।
আলেখ্য —চিত্রপট, ছবি, চিত্র করণ যোগ্য।

এখ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

রাজলেখ —রাজদত্ত আজ্ঞাপত্র, সনন্দ।
পাণ্ডুলেখ —খসড়া লেখা, মুসাবিদা।

সমুল্লেখ —কথন, খনন, আঁচড়ান, কুন্দন, চাঁচা।
অনপেক্ষ —স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বেচ্ছাচারী।
নির্ব্ব্যপেক্ষ —নিরপেক্ষ, নিরুৎসুক।
নিরপেক্ষ —অপেক্ষা রহিত, স্বতন্ত্র, স্বাধীন, তটস্থ।
ক্রয়লেখ্য —ভূম্যাদি ক্রয়ের লেখাপড়া, কবলা।
পাণ্ডুলেখ্য —খসড়া লেখা, মুসাবিদা।
দ্বিধালেখ্য —হিন্তাল বৃক্ষ, হেঁতাল গাছ।
নৈরাপেক্ষ্য —নিরপেক্ষতা।
প্রত্যবেক্ষ্য —প্রত্যবেক্ষণ যোগ্য, বিচার্য্য, অনুসন্ধের।

এখ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

মদনলেখ —প্রণয় সূচক পত্রিকা।
চমরলেখ —শেষ জীবনী, উইলাদি।

ঐখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ভৈক্ষ —ভিক্ষালব্ধ বস্তু, ভিক্ষা, যাক্সা।
শৈক্ষ —১ম শিক্ষণীয় শাস্ত্রাধ্যয়নকারী ছাত্র, ২য় কল্পিক।

ওখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ওখ্ —(ধা) ভূষিত করা।
রোখ —(দেং) তেজ, সাহস।
চোক্ষ —ধীত, পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ, কার্য্যদক্ষ, সুন্দর।
মোক্ষ —ভব বন্ধন হইতে মুক্তি, পরিত্রাণ, মরণ।
মোক্ষ —(ধা) ক্ষেপণ, মোক্ষ, মোক্ষন।

ওখ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

জাতোক্ষ —তরুণ বৃষ, বলদ, বলীবর্দ্দ।

বৃদ্ধোক্ষ —বুড়ো ষাঁড়।

অমোক্ষ —কয়েদ, বন্ধ, যাবজ্জীবন কয়েদ, বন্দী।

পরোক্ষ —অসাক্ষাৎ, অপ্রত্যক্ষ, তপস্বী, অতীতকাল।

মহোক্ষ —বৃহৎ বৃষ, মহাবৃষভ, গোপতি।

ওখ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

ঋণমোক্ষ —ধার শোধ, ঋণ শোধ।

পরিমোক্ষ —মোচন, ভঙ্গ।

অপরোক্ষ —সাক্ষাৎকার যোগ্য,প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বিষয়।

ঔখ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ঔখ্য —স্থালী পক্ব, অন্নাদি।

সৌখ্য—সুখ, সুখবিস্তৃতি।

ঔক্ষ্য —বৃষ সমূহ।

রৌক্ষ্য—কার্কশ্য, রুক্ষতা, কাঠিন্য।

খা। (১) একাক্ষর।

খ্যা—(ধা) আখ্যা, সংখ্যা, উপাখ্যান, খ্যাত।

ক্ষ্মা—যে সহ্য করে, পৃথিবী।

অখা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

সখা —বন্ধু, মিত্র, সুহৃদ, বয়স্য, সহচর, সহায়।

কক্ষা —কাঞ্চী, বস্ত্রাঞ্চল, কুঠরি, রোগ বিং।

তক্ষা —বিশ্বকর্ম্মা, সূত্রধর, ছুতার, চিত্রা নক্ষত্র।
প্রখ্যা —সাদৃশ, খ্যাতি।
কক্ষ্যা —কক্ষা।
জক্ষ্মা —মহারোগ বিং, ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মা কাশ।
যক্ষ্মা — [ঐ]
সঙ্খ্যা —একত্ব দ্বিত্বাদি গণনা, বুদ্ধি, বিচার।

অখা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

আনখা —অজ্ঞাত, অজানিত, অপরিচিত।
খানখা —অনর্থক, বৃথা।
পিপক্ষা —পাক করণেচ্ছা।
বিবক্ষা —বলিবার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনা, বাসনা।
নৃচক্ষাঃ —রাক্ষস, যে ভক্ষণ করে, নিশাচব।
প্রচক্ষাঃ —বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য।
মিমঙ্ক্ষা —অবগাহনেচ্ছা, মজ্জন করিতে ইচ্ছা।

অখা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষব।

শূর্পনখা —শূর্পেরমত যাহারনখ, রাবণের ভগিনী।
সূর্পনখা — [ঐ]
মৃগভক্ষা —জটামাংসী।
আত্মরক্ষা —আত্মত্রাণ, আপনার রক্ষণ।
স্বাত্মরক্ষা —আত্মরক্ষার্থে নৈপুণ্যসাধন বিদ্যা।
রাজযক্ষ্মা —যক্ষ্মা, ক্ষয় রোগ, রোগের রাজা।
রাজলক্ষ্ম। —রাজা যুধিষ্ঠির।

কম্পলক্ষ্মা —বায়ু, অনিল, বাতাস, সমীরণ।
তাললক্ষ্মা —বলরাম।
পরিসঙ্খ্যা —গণনা, সঙ্খ্যা, বস্তুর ব্যবচ্ছেদ।

অখা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

আকাশকক্ষা—গগণান্তরাল।

আখা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আখা —চুল্লী, উনান।
চাখা —(দেং) স্বাদ গ্রহণ করা।
পাখা —পালক, ডানা, ব্যজন।
মাখা —(দেং) মর্দ্দন বা মিশ্রিত করণ, একত্রীকৃত।
শাখা —বৃক্ষের ডাল, বেদের অংশ, বাহু, একদেশ।
শাঁখা —(দেং) শঙ্খনির্ম্মিত সধবার হস্তাভরণ বিং।
দ্রাক্ষা —কিস্‌মিস্, মনাক্কা, আঙ্গুর।
রাক্ষা —গালা, রক্ত কীট, লাক্ষা।
লাক্ষা —লোহিত বর্ণক, জৌ, লা, গালা।
আখ্যা—নাম, সংজ্ঞা, কথন।
ব্যাখ্যা—বর্ণন, টীকা, অর্থ প্রকাশন, বিবরণ।
কাঙ্ক্ষা—অভিলাষ, বাঞ্ছা।

আখা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বিশাখা —ষোড়শ নক্ষত্র।
কামাখ্যা —দেবী বিং।
সমাখ্যা —আখ্যা, নাম, যশঃ, কীর্ত্তি।

তলাখ্যা —মুরা নামক গন্ধ দ্রব্য।
আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ, আশা, প্রার্থনা।
সাকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষা যুক্ত, কামুক।

আখা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

আঙ্গরাখা —(যাং) গাত্রবসন বিং, জামা।
পাদশাখা —পদাঙ্গুলি।
স্কন্ধশাখা —প্রধান শাখা।
ধনুঃশাখা —জ্যা, ছিলা।
করশাখা —আঙ্গুল, অঙ্গুলী।
দ্বারশাখা —কবাট, দ্বারস্তম্ভ।
উদারাখ্যা —অস্পষ্ট, ঘোরার্থ।
দুরাকাঙ্ক্ষা —দুষ্টাকাঙ্ক্ষা, অসম্ভববিষয়াভিলাষ।

আখা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

সাগরশাখা —স্থলভাগে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ সাগরাংশ।

ইখা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

শিখা —চূড়া, কিরীট, টিকী, আগুণের শীষ, কামজ্বর।
ঈক্ষা —দর্শন, অবলোকন।
দীক্ষা —উপদেশ, মন্ত্রগ্রহণ, যজ্ঞাদি কর্ম্মে সংস্কার।
নিক্ষা —কেশকীট, নিকী।
বীক্ষা —দর্শন, দেখা, দৃষ্টি।
ভিক্ষা —যাচ্ঞা, যাচিত বস্তু, ভৃতি, সেবা।
রিক্ষা —লিক্ষা, নিকী, সূর্য্যকিরণগত অণু।

লিক্ষা }
লীক্ষা } —ক্ষুদ্র উকুণ, নিকী।
শিক্ষা —অভ্যাস, বিনয়, উপদেশ, অধ্যয়ন, দমন।
বীঙ্খা —গমন, অগ্রগমন, নৃত্য, অশ্বের গতি বিং।

ইখা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

পরিখা —চতুর্দ্দিকে খাত, গড়খাই।
জিঘৃক্ষা —গ্রহণেচ্ছা।
সিসৃক্ষা —সৃষ্টি করিবার বাসনা, নির্ম্মাণেচ্ছা।
তিতিক্ষা —ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, খেদ।
প্রতীক্ষা —অপেক্ষা, অন্যের প্রত্যাশা, পূজা।
দিদৃক্ষা —দেখিতে ইচ্ছা, দর্শনাভিলাষ।
অন্বীক্ষা —বেদের বাক্যার্থ পর্য্যালোচনা, অনুমান।
আমিক্ষা }
আমীক্ষা } —দুগ্ধ বিকার ক্ষি, ছানা।
মিমিক্ষা —প্রস্রাব করণেচ্ছা, মূত্র ত্যাগেচ্ছা।
অভিখ্যা —উপাধি, শোভা, নাম, কীর্ত্তি।

ইখা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

শিখিশিখা —ময়ূর চূড়া, শিখিশেখর, অগ্নিশিখা।
অগ্নিশিখা —বিষালাঙ্গলিয়া, জুঁয়াতাশাক, অগ্নিজ্বালা।
দীপশিখা —কজ্জল, কাজল, প্রদীপের শীষ, মসী।
ব্রতভিক্ষা —উপনয়ন কালীন ভিক্ষা।

ইখা—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

অনুজিঘৃক্ষা —অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা।

অগ্নিপরীক্ষা —অগ্নিদ্বারা পরীক্ষা, চকমকি পাথর।

উখা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

উখা —স্থালী, পাকপাত্র, সূত্রধারের ঘর্ষণাস্ত্র বিং।

মুখা —মুখাকৃতি।

উক্ষা —বলদ, গবী।

সূক্ষ্মা —শব্দ প্রবৃত্তি বিং, ছোট এলাচী, মল্লিকা বিং।

পূর্ব্বা —(দেং) পুরাতন, ধূর্ত্ত, চতুর।

উখা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ত্রিমুখা —বুদ্ধ দেবতা বিং, বজ্রকালিকা, গৌরী।

ষণ্মুখা —ভুজালতা, খরমুজ গাছ।

বুভুক্ষা —ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা।

ঋভুক্ষা —দেবরাজ, ইন্দ্র, স্বর্গ, বজ্র।

উখা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

নক্তমুখা —রাত্রি, রজনী, নিশা।

বারমুখ্যা —বেশ্যা, গণিকা।

মহাসূক্ষ্মা —বালুকা, বালি।

ইষুপুঙ্খা —শরগাছ, ইহা বাণের পশ্চাদ্ভাগে যোজ্য।

এখা—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

দেখা —দৃষ্ট, সাক্ষাৎ, দৃষ্টিপাত।

রেখা —লম্বাকৃতি চিহ্ন, শ্রেণী, উল্লেখ, ছল, সম্পূর্ণতা।

লেখা —চিহ্ন, লিপি, লিখন, চিত্রকরণ, স্থলী, কলা।
প্রেক্ষা —বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, দর্শন, পর্য্যালোচনা, শাখা।
প্রেঙ্ক্ষা—দোলা, গৃহ বিং, পর্য্যটন, অশ্বগতি, নৃত্য।

এখা—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

অপেক্ষা —আকাঙ্ক্ষা, প্রযত্ন, অনুরাগ, সম্বন্ধ।
উপেক্ষা —ঘৃণা, ঔদাসীন্য, তাচ্ছীল্য।
ব্যপেক্ষা —আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, বিশেষ অনুরোধ।
উৎপ্রেক্ষা —অর্থালঙ্কার বিং, দর্শন, উদ্ভাবন, অনুমান।

এখা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

অক্ষরেখা —বিষুবরেখার যে গোল রেখা পূ–প ব্যাপ্ত
ঋজুরেখা —সরল রেখা।
ইন্দুরেখা —চন্দ্রকলা, চন্দ্রখণ্ড, সোমলতা।
ঊর্দ্ধ্বরেখা —করাঙ্গুলির রেখা বিং।
বর্ণরেখা —কঠিনী, খড়ী।
ধ্রুবরেখা —বিষুবরেখা, নাড়ী মণ্ডল।
কামরেখা —বেশ্যা।
মৃগলেখা —মৃগাকৃতি চিহ্ন।
চিত্রলেখা —বাণরাজার মন্ত্রীর কন্যা, পট, ছন্দো বিং
পত্রলেখা —পত্রাবলী রচনা, তিলক।
ইন্দুলেখা —চন্দ্রকলা, চন্দ্রখণ্ড, সোমলতা।
বর্ণলেখা —কঠিনী, খড়ী।
শশিলেখা —চন্দ্রকলা, গুড়ুচী।

মুখাপেক্ষা —অনুরোধ, আশা, পক্ষপাত।
প্রত্যবেক্ষা —সূক্ষ্মরূপে দর্শন, তত্ত্বাবধান, ঠিকবিচার।

এখা —অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

নিরক্ষরেখা —নাড়ীমণ্ডল, বিষুব রেখা।
বিষুবরেখা —উভয় মেরুর মধ্যস্থান।

ওখা—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

একরোখা —(দেং) অতি রাগী, গোঁয়ার।
মন্তঃশোখা —কপিকচ্ছু, আলকুশী লতা।

খি। (১) একাক্ষর।

ক্ষি—(ধা) ক্ষয়, ক্ষীণ, ক্ষিতি, ক্ষয়থু, ক্ষেত্রজ, ক্ষেম।
ক্ষি—(ধা) বাস-ক্ষয়।

অখি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

নখী —নখ বিশিষ্ট, যাহার নখ আছে, সুগন্ধ দ্রব্য বিং
সখী —বয়স্যা, সহচরী।
অক্ষি —চক্ষু, নেত্র, লোচন।
ভক্ষি —ভোজন, ভক্ষণ।
পক্ষী —বাণ, পাখী, বিহঙ্গ।
রক্ষী —রক্ষা কর্ত্তা।
লক্ষ্মী —কমলা, পদ্মা, সীতা, সম্পত্তি, বিষ্ণু ভার্য্যা।
শঙ্খী —শঙ্খযুক্ত, বিষ্ণু, সাগর, রত্নাকর, শাঁখারী।

অখি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ত্রিতক্ষি—তক্ষত্রয়, সূত্রধারগণ।
অলক্ষ্মী —লক্ষ্মীর বিরোধিনী দেবী, দুষ্টলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্য।

অখি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

নিষঙ্গখি —আলিঙ্গন-ধন্বী, রথ, স্কন্ধ, তূণ, সারথি।
বায়ুসখি —অগ্নি, বহ্নি।
পঞ্চপক্ষী —প্রশ্ন গণনার্থ জ্যোতিষ্ শাস্ত্র বিং।
ঘাতিপক্ষী-শ্যেন পাখী।
কান্তপক্ষী—বর্হী, ময়ূর।
পদরক্ষী —পরিধেয় বস্ত্র, মোজা, পাদাবরণ।
জয়লক্ষ্মী —যে দেবী অনুকূল হইলে জয় লাভ হয়।
রাজলক্ষ্মী —রাজশোভা, রাজশ্রী।
বনলক্ষ্মী —রম্ভা, কদলী।
মহালক্ষ্মী —দেবী বিং, ব্রহ্মার কন্যা, সরস্বতী।

অখি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

মন্দিরপক্ষী —চটক, চড়ুই, পারাবত।
নগররক্ষী —নগরপাল, নগর রক্ষক।
আকাশরক্ষী—দুর্গের বাহিরে প্রাচীরের উপরিস্থ চর।

আখি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আঁখি —(দেং) চক্ষু।
পাখি —(দেং) বিহগ, পক্ষী।
শাখী —বিটপী, বৃক্ষ, গাছ, বেদ, নৃপ বিং।

কাক্ষী —অড়হর কলাই, সৌরাষ্ট্র দেশের মৃত্তিকা।
দাক্ষী —পাণিনি মুনির মাতা।
সাক্ষী —প্রত্যক্ষদর্শী, স্বয়ং দ্রষ্টা, বৃত্তান্তজ্ঞ।
ধাঙ্‌ক্ষী —কক্কোল, এলাচী।

আখি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

মৃগাক্ষী —কুরঙ্গ নয়না স্ত্রী, হরিণ লোচনা।
শতাক্ষী —নিশা, পার্ব্বতী, শতপুষ্পা, শলুফা।
মীনাক্ষী —কুবেরের কন্যা, গণ্ড দূর্ব্বা।
বামাক্ষি —দীর্ঘ ঈকার, বাম চক্ষুঃ।
বামাক্ষী —চারুনেত্রা, সুন্দরী স্ত্রী।
ধূম্রাক্ষি —মলিনপ্রভ মুক্তা।
মৎস্যাক্ষী —হিলমোচিকা, হিংচাশাক, ব্রাহ্মী, গণ্ডদূর্ব্বা।

আখি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

শক্রশাখী —বৃক্ষ বিং, কুটজ বৃক্ষ।
সুরশাখী —দেবতরু, কল্পবৃক্ষ।
হরিণাক্ষী —মৃগনয়নী, বেশ্যা।
শকুলাক্ষী —গণ্ডদূর্ব্বা, গেঁটেদূর্ব্বা।
কূটসাক্ষী —মিথ্যাসাক্ষী, জালসাক্ষী।
কৌটসাক্ষী — [ঐ]
কর্ম্মসাক্ষী —যিনি সকলকার্য্য প্রত্যক্ষ দেখেন-সূর্য্যাদি
গূঢ়সাক্ষী —গূঢ় বৃত্তান্তজ্ঞ।
পরিকাঙ্‌ক্ষী—মুনি, তপস্বী, তাপস।

জলকাঙ্ক্ষী—হস্তী, জলাভিলাষী।

ইখি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

কিখি —লঘুশৃগালী, খেঁকশিয়ালী, বানর, মর্কট।

খিখি —খেঁকশিয়ালী।

নিখী —(দেং) উৎকুণ, ডেঙ্গরের বীজ।

শিখী —অগ্নি,ময়ূর,পর্ব্বত,বাণ,ঘোটক,ব্রাহ্মণ,বৃক্ষ,বৃষ।

ইখি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

তাম্রশিখী —কুক্কুট, কুঁকড়া।

গজদীক্ষী —গণেশমন্ত্রে দীক্ষিত,নানাবর্ণে যাজন কারী।

উখি—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

দুঃখী —দুঃখিত, সন্তাপিত।

সুখী —সুখ বিশিষ্ট, প্রীতিমান্, সন্তুষ্ট, যতি।

কুক্ষি —গর্ভ, কোঁক, গুহা, অভ্যন্তর স্থান।

শুক্ষি —বায়ু, বাতাস, পবন, সমীরণ, তেজঃ।

উখি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

সম্মুখী —দর্পণ, আরসি, আয়না, মুকুর।

অসুখী —দুঃখিত, পীড়িত।

বিকুক্ষি —সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকু রাজার পুত্র।

ব্যাতুক্ষী
ব্যাত্যুক্ষী } জলক্রীড়া, কৌতুকার্থ স্নান।

ব্যাভুক্ষী —জলবিহার।

ঋভুক্ষী —ইন্দ্র, সচিপতি, দেবরাজ।

উখি—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

উল্কামুখী —শৃগালী, খেঁকশিয়ালী, আলেয়া।
নন্দীমুখী —তন্দ্রা, অবসন্নতা, নিদ্রা।
নান্দীমুখী —পৌর্ণমাসী, গোপীর কন্যা, বড়া।
সর্ব্বমুখী —সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, খাঙ্‌রা।
জ্বালামুখী —হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী তীর্থ বিং।

উখি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

শরারীমুখী—কাঁচি।

এখি—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

ভূল্লেখী—মাটী আঁচড়াইয়া খাদ্যান্বেষী পক্ষী-কুক্কুটাদি

এখি—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

অম্বরলেখী—অভ্রঙ্কষ, গগনস্পর্শী, অত্যুন্নত।

খু। (১) একাক্ষর।

ক্ষু—(ধা) হাঁচি, ক্ষৎ, ক্ষুত, ক্ষব।

অখু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

চক্ষুঃ —নয়ন, দর্শনেন্দ্রিয়, মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ।
বঙ্ক্ষু —গঙ্গার শাখা বিং।
তক্ষু —নেকড়িয়া বাঘ।

অখু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

যিযক্ষু —যজ্ঞ করণাভিলাষী।
বিবক্ষু —বলিতে ইচ্ছুক।

তরক্ষু —নেকড়িয়া বাঘ।
বিচক্ষুঃ —চক্ষুহীন, উদ্বিগ্ন, বিমনাঃ।
সুচক্ষুঃ —ডুম্বুর বৃক্ষ, পণ্ডিত, বিদ্বান, সুন্দর।
মিমঙ্‌ক্ষু—অবগাহন করিতে ইচ্ছুক, মজ্জনেচ্ছু।

অক্ষু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

গজচক্ষুঃ —বিকৃত চক্ষু, টেরা।
লোকচক্ষুঃ—দিবাকর, সূর্য্য।
পিঙ্গচক্ষুঃ —কুমীর, নক্র।
প্রজ্ঞাচক্ষুঃ—রাজা ধৃতরাষ্ট্র, জ্ঞানই যাহার চক্ষু স্বরূপ।
পৃষ্ঠচক্ষুঃ —কর্কট, কাঁকড়া।
মুক্তচক্ষুঃ —উন্মীলিত নয়ন, সিংহ।
উপচক্ষুঃ —দিব্য চক্ষুঃ, চস্‌মা।
দিব্যচক্ষুঃ —সুলোচন, উত্তম চক্ষুবিশিষ্ট।
চারচক্ষুঃ —রাজা, নৃপতি, ভূপতি।
জগচ্চক্ষুঃ }
নভশ্চক্ষুঃ } সূর্য্য, দিবাকর, রবি।

অক্ষু—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

সপদচক্ষুঃ —চিঙ্গড়ী মাছ ও কাঁকড়া।
আকর্ণচক্ষুঃ—যে চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বিশালনেত্র।

আখু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আখু—চোর, মূষিক, শূকর, কৃপণ।

আখু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

গন্ধাখু —ছুছুন্দরী, ছুঁচা।
বনাখু —শশক, খরগোশ।
নীরাখু —উদ্বিড়াল, জল নকুল।
জলাখু —উদ্বিড়াল, জল মার্জ্জার।

ইখু—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

বিখু —নাসিকাহীন, গত নাসিকা, খাঁদা।
ইক্ষু —অসিপত্র বৃক্ষ, আকৃগাছ, কুশাইর।
ত্রিক্ষু —কুলেখাড়াগাছ।
ভিক্ষু —ভিক্ষোপজীবী, লাক্ষা।
বিখ্ন —খাঁদা, ছিন্ন নাসিকা, চন্দ্র।

ইখু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

জিঘৃক্ষু —গ্রহনেচ্ছু, লইতে অভিলাষী।
তিতিক্ষু —ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।
দিদৃক্ষু —দেখিতে ইচ্ছু, দর্শনোদ্যত।
বিবিক্ষু —প্রবেশ করিবার ইচ্ছুক।

ইখু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

নিজিঘৃক্ষু—নিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক।
বিজিঘৃক্ষু—যুদ্ধ করিতে অভিলাষী।

উখু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

মুমুক্ষ—মুক্তি করিতে ইচ্ছুক, যতি, ভিক্ষু।

উখু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

আরুরুক্ষু—আরোহণ করিতে ইচ্ছুক।

এখু—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

কাকেক্ষু —শর, খাগড়া।

তৃণেক্ষু — [ঐ]

বৃহৈক্ষু —কাজ্‌লি আক।

এখু—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

বায়সেক্ষু—কাশ তৃণ।

খে। (১) একাক্ষর।

খে—(দেং) আকাশে।

খৈ। (১) একাক্ষর।

খৈ —(ধা) খনন—খাত, পরিখা, আখু, (দেং) ভৃষ্টধান্য।

ক্ষৈ—(ধা) ক্ষয়—ক্ষম।

উখো—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

মেয়েমুখো—(দেং) লাজুক, মুখচোরা।

মেনিমুখো—(দেং) লাজুক, সলজ্জ।

গ। (১) একাক্ষর।

গ—গণেশ, গগণ, গুরু, গো, জাহ্নবী, স্বর্গ।

জ্ঞ—জ্ঞানী, পণ্ডিত, ব্রহ্মা, মঙ্গলগ্রহ, বুধ, চন্দ্র।

অগ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

অগ্ —(ধা) চলন, অগ্রজ, অগ্নি। ই—অঙ্গ, চিহ্নকরা।

ডগ্ —(ইং) কুকুর।

তগ্ —(ধা) কম্পন—তঙ্গন, তঙ্গিত।

স্থগ্ —(ধা) আচ্ছাদন, আবরণ, নিবারণ—স্থগিত, স্থগ।

ফ্যগ্ —(ইং) পদ্ম, কুয়াসা।

ফ্রগ্ —(ইং) বেঙ্।

মগ্ —(ধা) গমন—মঙ্গল, (ইং) জলপাত্র।

লগ্ —(ধা) যোগকরা, প্রাপ্তি—লাগিত, লগ, সংলগ্ন।

সগ্ —(ধা) আবরণ ক্র—সগন, সগিত।

হগ্ —(ইং) শূকর।

ভন্গ্ —(ধা) গমন করা।

লন্গ্ —(ধা) প্রাপ্তি—লঙ্গ, লঙ্গন।

শ্লন্গ্ —(ধা) প্রাপ্তি।

বল্গ্ —(ধা) দৌড়িয়া যাওয়া, লম্ফন।

অগ —পর্ব্বত, বৃক্ষ, সর্প, সূর্য্য।

খগ —গ্রহ, দেবতা, বায়ু, সূর্য্য, পক্ষী, বাণ।

ছগ —ছাগল, ছাগী, নীলবর্ণ বস্ত্র।

ঠগ —(দেং) খর্ণেজপ, পরগ্লানি কারক, ঠক।

স্থগ —ধূর্ত্ত, বেহায়া, পানের বাটা, ডিপে।
ডগ —(দেং) প্রথম, লতাদির অগ্রভাগ।
নগ —বৃক্ষ, পর্ব্বত।
ভগ —ঐশ্বর্য্য, অদৃষ্ট, সৌন্দর্য্য, ইচ্ছা, অনুরাগ, স্ত্রীচিহ্ন
মগ —ব্রহ্মদেশীয় জাতি বিং।
রগ —(যাং) কপালের দুই পার্শ্বের শিরঃ, শিরা।
অগ্র্য —প্রধান, আদ্য, উত্তম, অগ্রিম।
ব্যগ্র —ব্যাকুল, ব্যস্ত, ত্রস্ত, চকিত, ভীত, আসক্ত।
অঙ্গ —মন, উপায়, একদেশ, অবয়ব, জৈনশাস্ত্র, সম্বোধন।
চঙ্গ —সুন্দর, চতুর, নিপুণ, সুস্থ, (দেং) ঘুড়ি বিং।
টঙ্গ —জঙ্ঘা, টাঙ্গী, পরশু, ৪ মাষা পরিমাণ, (দেং) মাচাং।
ঢঙ্গ —(দেং) ছল, ধূর্ত্ত, শঠ।
ত্রঙ্গ —রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরী।
দ্রঙ্গ —নগর, পুরী।
পঙ্গ —ফড়িঙ্, পতঙ্গ, লোকশ্রেণী।
বঙ্গ — বাঙ্গলা দেশ, বেগুণ, কার্পাস, রাং, সীসক।
ব্যঙ্গ—অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ, ভেক, বেঙ্, অতনু।
ভঙ্গ —ঢেউ, পরাজয়, রোগ বিং।
মঙ্গ —নৌকার গলুই।
রঙ্গ —রঞ্জক দ্রব্য, রাং, অভিনয়াদি, যুদ্ধ ক্ষেত্র, নৃত্য।
লঙ্গ —সঙ্গ, মিলন, উপপতি, খঞ্জতা, লবঙ্গ।
সঙ্গ —সংসর্গ, নদীর মিলন স্থান, আসক্তি, বন্ধুত্ব।

ব্যঙ্গ্য—ব্যঞ্জনাবৃত্তি বোধ্য অর্থ, তাৎপর্য্যার্থ, শ্লেষবাক্য।
অজ্ঞ—অজ্ঞান, বিবেচনা শূন্য, নির্ব্বোধ।
যজ্ঞ—যাগ, হোম, ক্রতু, আহব।
অদৃগ—ঘৃত, হবি।
পদৃগ—পদাতি, পদ-চারী সৈন্য, পদব্রাজক।
গর্গ—মুনি বিং।
বর্গ—সজাতী সমূহ, দল, ত্যাগ, সমানাঙ্ক দ্বয়ের পূরণ।
ভর্গ—শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্যান্তর্গত তেজ, জ্যোতিঃ, ভাজা।
সর্গ—মোক্ষ, সৃষ্টি, চুক্তি, নিয়ম, অধ্যায়, মোহ, মলত্যাগ।
স্বর্গ—সুরলোক, ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জনঃ-তপঃ-সত্য।
বর্গ্য—বর্গ সম্বন্ধীয়।
স্বর্গ্য—স্বর্গ সম্বন্ধীয়, স্বর্গসুখজনক।
খড়্গ—গণ্ডারের শৃঙ্গ, খাঁড়া, গণ্ডার, লৌহ।

অগ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

অঙ্কগ—ক্রোড়স্থায়ী শিশু, অপোগণ্ড বালক।
অগ্রগ—অগ্রসর, অগ্রগামী।
শীঘ্রগ—দ্রুতগামী, ত্বরিত গতি।
নীচগ—নিম্নগামী, অধম, জল।
ভুজগ—সর্প, ফণী, বিষধর, ভুজঙ্গ।
পতগ—পক্ষী, বিহঙ্গ, যে পক্ষ দ্বারা গমন করে।
অন্তগ—মৃত, পারগামী, অন্তর্গামী, প্রান্তবর্ত্তী।
পদগ—পদাতি, পাদচারি সৈন্য, পদব্রাজক।

মন্দগ —মৃদুগামী, বৃষ, হংস, জ্ঞানি, শনি, গজ।
অধ্বগ —পথিক, সূর্য্য, উট, ভাগীরথী।
ঊর্দ্ধ্বগ —ঊর্দ্ধ্বগামী, শ্লেষ্মাজন্য রোগ বিং।
পন্নগ —সর্প, ঔষধ বিং, পদ্মকাষ্ঠ।
নিম্নগ —অধোগামী, নীচগামী, গভীর।
প্লবগ —বানর, ভেক, হরিণ, সূর্য্যের সারথি।
সর্ব্বগ —সর্ব্বত্রগামী, শিব, আত্মা, বায়ু, জল, ব্রহ্মা।
সুভগ —সুন্দর, অশোকবৃক্ষ, চম্পক, প্রিয়।
দুর্ভগ —অতি দীন, ভাগ্যহীন, অপ্রিয়।
কামগ —যে ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমনকরে, কামচারী।
সামগ —সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ।
উরগ —ভুজঙ্গ, সর্প।
ঔরগ —সর্প সম্বন্ধীয় বস্তু, সর্প, অশ্লেষা, নক্ষত্র।
তুরগ —মনঃ, অশ্ব।
দূরগ —যে দূরে যাইতেছে।
পারগ —পারগামী, সমর্থ।
বলগ —গতি, ভোজন।
অংশগ —যদুবংশীয় ভূপতি, সাত্যকির পুত্র।
বশগ —বশবর্ত্তী, বশীভূত, আয়ত্ত।
পার্শ্বগ —অনুচর, পার্শ্ববর্ত্তী, ভৃত্য।
বিহগ —পক্ষী, খগ, মেঘ, ইষু, সূর্য্য, সোম, বিধু।
জিহ্মগ —মন্দগতি, বক্রগামী, সর্প।

প্রত্যগ্র —নূতন, টাট্‌কা, অপরিক্ষত, শুদ্ধ।
উদগ্র —উন্নত, উদ্ধত, দীর্ঘ, তীব্র।
অব্যগ্র —সত্বরতা বিহীন, অনাকুল।
অভ্যগ্র —সমীপস্থিত, আসন্ন, নূতন।
সামগ্র্য —সমুদায়, দলবল, অস্ত্রশস্ত্র, ভাণ্ডার, বস্তু।
অগঙ্গ —যেখানে গঙ্গা নাই।
মোচঙ্গ —(দেং) পক্ষী বিং, বাদ্য যন্ত্র বিং।
ভুজঙ্গ —সর্প, বিট্, ষিড়্গা, উপপতি, লম্পট।
নার্য্যঙ্গ —নারাঙ্গা লেবুর গাছ।
কুডঙ্গ —লতাগৃহ, কুঞ্জ।
আতঙ্গ —ভয়, শঙ্কা, পীড়া, অস্বাস্থ্য, কষ্ট, মুরজবাদ্য।
পতঙ্গ —ফড়িঙ্‌, চন্দন, অগ্নিবাণ, সূর্য্য, পক্ষী, পারা।
পাতঙ্গ —পতঙ্গবর্গ।
মতঙ্গ —মুনি বিং, মেঘ, হস্তী।
মাতঙ্গ —হস্তী, অশ্বত্থ বৃক্ষ, কিরাত, চণ্ডাল।
পতঙ্গ —বকমগাছ, রক্তচন্দন।
প্রত্যঙ্গ —শরীরাবয়ব, শরীরাংশ, দেহের দেহ।
রত্যঙ্গ —যোনি, স্ত্রীচিহ্ন, ভগ।
পত্রঙ্গ —রক্ত চন্দন।
উদঙ্গ —রোগ বিং, ধমা পশ্চিমা।
মৃদঙ্গ —পাখোয়াজ, পটহ, শব্দ, বাঁশ, মুরজ।
উদ্রঙ্গ —হরিশ্চন্দ্রের পুরী, কল্পিত নগর বিং।

কুদ্রঙ্গ —একপ্রকার গৃহ, মঞ্চোপরিস্থ গৃহ বা মণ্ডপ।
মার্দ্দঙ্গ —পত্তন, নগর, সহর, মৃদঙ্গ বাদক।
অনঙ্গ —মদন, আকাশ, চিত্ত, তর্কশক্তি, অঙ্গহীন।
কুবঙ্গ —সীসক, সীসা।
লবঙ্গ —বৃক্ষ বিং, উপপতি, দেব পুষ্প, লঙ্গ।
প্লবঙ্গ —বানর, ভেক, হরিণ, সূর্য্যের সারথি।
ত্রিভঙ্গ —শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, পাদ–কটি–মস্তকের ভঙ্গি।
বিভঙ্গ —বিন্যাস, ভঙ্গী, খণ্ড, ছেদ, সঙ্কোচ।
ভ্রূভঙ্গ —ভ্রুকুটি, কটাক্ষ।
সুভঙ্গ —নারিকেল বৃক্ষ।
অভ্যঙ্গ —তৈলবৎ বস্তুদ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন, চক্ষুরঞ্জন করা।
অরঙ্গ —শীঘ্রগামী মৎস্য বিং।
উরঙ্গ —সর্প, ভুজঙ্গ।
করঙ্গ —(দেং) একপ্রকার ঘটী, জলপাত্র বিং।
কুরঙ্গ —মৃগ, হরিণ।
তরঙ্গ —ঢেউ, উর্ম্মি, চুনাট, ভঙ্গি।
তুরঙ্গ —অশ্ব, ঘোড়া, মন, অন্তঃকরণ।
নরঙ্গ —মুখের ব্রণ, মেঢ্র, পুংচিহ্ন।
নারঙ্গ —পিপ্পলীরস, নারাঙ্গা লেবু, গাজর, যমজভ্রাতা।
ফিরঙ্গ —স্বনাম খ্যাত ম্লেচ্ছ দেশ, রোগ বিং।
বারঙ্গ —খড়্গ প্রভৃতির বাঁট।
বৈরঙ্গ —অনাত্মীয়, শত্রু, অহিতকারী।

সরঙ্গ —পক্ষী, চতুষ্পদ।

শারঙ্গ —মৃগ, হরিণ, হস্তী, ভ্রমর, চাতকপক্ষী, ময়ূর।

সারঙ্গ —শবলতা, হস্তী, রাজহংস, কোকিল, মেঘ, বিবিধবর্ণ, সিংহ, হরিণ, চাতক, ময়ূর, বৃক্ষ, পোশাক, ফেণা, পদ্ম, শঙ্খ, ধনুঃ, কামদেব, চন্দন, কর্পূর, পৃথিবী, রাত্রি, জ্যোতি, ভ্রমর, রাগ বিং, ছত্র, সারেঙ্, বাদ্যযন্ত্র বিং, জাহাজের সারেঙ্।

সুরঙ্গ —সিন্দূর, অতি উজ্জ্বল রং, সুড়ঙ্গ, কমলালেবু

বিড়ঙ্গ —ঔষধ বিং, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ।

ষড়ঙ্গ —৬-দেহ-৬-বেদ-৬-সেনাবয়ব, গোক্ষুরীলতা।

সুড়ঙ্গ —সন্ধি, সিঁধ, গর্ত্ত, মাটির ভিতর দিয়া পথ।

উলঙ্গ —(দেং) বিবস্ত্র, দিগম্বর।

এলঙ্গ —মৎস্য বিং।

ছোলঙ্গ—লেবু, মাতুলঙ্গ।

জলঙ্গ —জলচর।

তৈলঙ্গ —দেশ বিং, তদ্দেশীয় অধিবাসী।

শলঙ্গ —লোকপাল, লবণ বিং।

অসঙ্গ —সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত, বৈরাগ্য।

আসঙ্গ —মিলন, সহবাস, ভোগাভিলাষ, সংসর্গ।

গোসঙ্গ —যেকালে গো সকল একত্রিত হয়-প্রাতঃকাল।

স্ত্রীসঙ্গ —সম্ভোগ, রমণ, রতি।

নিষঙ্গ —বাণের পাত্র, তূণীর, সংসর্গ, সম্মিলন।
নিঃসঙ্গ—সঙ্গ রহিত, নির্লিপ্ত।
পিশঙ্গ —পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট।
প্রসঙ্গ —সম্পর্ক, সংযোগ, প্রস্তাব, মৈথুন, আপত্তি।
ব্যাসঙ্গ—বিশেষ মনোযোগ, অতি আসক্তি।
উৎসঙ্গ —ক্রোড়, উরু, ঊর্দ্ধ্ব ভাগ, নিঃসঙ্গ, নষ্ট, উৎসন্ন।
বিহঙ্গ —পক্ষী, পতত্রী, মেঘ, বাণ, ইষু, দিবাকর, বিধু।
হয়জ্ঞ —সইস, অশ্বপালক, অশ্বশাস্ত্র বেত্তা।
নৃযজ্ঞ —অতিথি সেবা।
কৃতজ্ঞ —যে উপকার স্বীকার করে, কুক্কুর, প্রত্যুপকারী
চিত্তজ্ঞ —যে মনের ভাব বুঝিতে পারে।
তত্বজ্ঞ —জ্ঞানী, যথার্থবেত্তা, স্বরূপজ্ঞ।
ক্ষেত্রজ্ঞ—আত্মা, পুরুষ, নিপুণ, কৃষক, অন্তর্য্যামী।
মন্ত্রজ্ঞ —চর, গুপ্ত দূত, পরামর্শ দাতা, মন্ত্রী, কুহকী।
শাস্ত্রজ্ঞ —শাস্ত্রে পারদর্শী।
অর্থজ্ঞ —জ্ঞানী, বিবেচক, যিনি সমস্ত বাক্যার্থ জানেন
ষট্প্রাজ্ঞ —কামুক, লম্পট, ধর্ম্মাদি ছয় বিষয়ে পণ্ডিত।
দৈবজ্ঞ —গণক, ভাগ্য কথয়িতা, লগ্নাচার্য্য।
সর্ব্বজ্ঞ —শিব, বুদ্ধ, যিনি সকল জানেন।
ধর্ম্মজ্ঞ —ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্ট, ধার্ম্মিক।
মর্ম্মজ্ঞ —স্বরূপগ্রাহী, নিগূঢ় তত্বজ্ঞ, পণ্ডিত, মর্ম্মবিৎ।
কালজ্ঞ —যে সময় বুঝিয়া কর্ম্ম করে-কুক্কুট, কালবেত্তা

দোষজ্ঞ —পণ্ডিত, চিকিৎসক, যে দোষ জানে।
মাসজ্ঞ —ডাকপাখী, পানকৌড়ী, মাসজ্ঞাতা।
রসজ্ঞ —স্বাদগ্রাহী, রসিক, সামাজিক।
অসংজ্ঞ —চৈতন্য রহিত।
শ্রীসংজ্ঞ —লবঙ্গ।
ব্রহ্মজ্ঞ —ব্রহ্মবেত্তা, তত্ত্বজ্ঞানী, বেদজ্ঞ।
কবর্গ —ক, খ, গ, ঘ, ঙ।
ত্রিবর্গ —ধর্ম্মার্থ-কাম, সৃ-স্থি লয়, ত্রিফলা, ত্রিক।
প্রবর্গ —হোমাগ্নি বিং, হোম বহ্নি।
গোসর্গ —প্রাতঃকাল-যখন গো-পাল চরিতে যায়।
নিসর্গ —প্রকৃতি, রূপ, সর্গ, ত্যাগ, সৃষ্টি।
বিসর্গ —ত্যাগ,গমন,দীপ্তি,ঃ,দান,মলত্যাগ,দক্ষিণায়ন
সংসর্গ —সহবাস, সম্বন্ধ।
ভূস্বর্গ —সুমেরু পর্ব্বত, ইহা পৃথিবীতে স্বর্গ স্বরূপ।
উৎসর্গ —পরিত্যাগ, দান, সামান্য বিধি।
অস্বর্গ্য —স্বর্গ গমনের প্রতিবন্ধক, নরক সাধক।

অগ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

ক্যাটেলগ —(ইং) দ্রব্যাদির তালিকা।
অনুদ্বগ —চিন্তা, শূন্য, উদ্বেগহীনতা।
সমুদ্রগ —সমুদ্রগামী, সমুদ্রস্থিত।
দীর্ঘাধ্বগ —ডাকের পেয়াদা, উট, দ্রুতগামী।
পুরাণগ —ব্রহ্মা, পুরাণ গায়ক।

চতুর্ব্বর্গ —পুরুষার্থ চতুষ্টয়—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ।
বিদূরগ —অতিশয় দূরগামী।
মহোরগ —বৃহৎ সর্প, সর্প গণ বিং, তগর মূল।
কুটিলগ —বক্রগামী, সর্প।
সবলগ —(যাং) সাকুল্য টাকার পরিমাণ।
আকাশগ —শূন্যচারী।
অজিহ্মগ —বাণ, শর, সরলগামী, অবক্র গতি।
মদোদগ্র —মদমত্ত, প্রগল্‌ভ, ধৃষ্ট।
চলদঙ্গ —মৎস্যবিং, চেঙ্গ মাছ।
স্রবদ্রঙ্গ —বাজার, হাট।
ধ্বজভঙ্গ —সন্তানোৎপাদন শক্তিহীনতা, ক্লীব।
কটভঙ্গ —সৈন্য ভঙ্গে রাজাদিগের বিনাশ।
ছত্রভঙ্গ —বৈধব্য, স্বাধীনতা, অরাজকতা ছোড়ভঙ্গ
পত্রভঙ্গ —পত্রাবলী, পত্র লেখা।
শরভঙ্গ —মুনি বিং।
স্বরভঙ্গ —গলরোগ বিং, গলাধরণ।
আশাভঙ্গ —নৈরাশ্য, আকাঙ্ক্ষা বৈফল্য।
নাগরঙ্গ —কমলা লেবু, নারাঙ্গা লেবু।
রাজরঙ্গ —রৌপ্য, রজত।
বাতরঙ্গ —অশ্বত্থ বৃক্ষ, পিপ্পল, চলদল।
চতুরঙ্গ —হস্তী-অশ্ব-রথ-পাদাতি সেনা, পাশক্রীড়া।
উত্তরঙ্গ —দ্বারোপরিস্থিত বক্র কাষ্ঠ, উদ্‌গত তরঙ্গ

অন্তরঙ্গ —অন্তঃকরণ, সম্পর্কীয়, স্বজন।
বাদরঙ্গ —অশ্বত্থ বৃক্ষ, ন্যগ্রোধ।
রাধরঙ্গ —লাঙ্গল, মন্দ ২ বৃষ্টি, শীলা বৃষ্টি।
যুদ্ধরঙ্গ —কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন, স্কন্দ।
চীনরঙ্গ —সীসা।
মীনরঙ্গ —মাছরাঙ্গা পাখী।
নবরঙ্গ —কায়স্থের কুল, দবাখেলার প্রণালী বিং
পূর্ব্বরঙ্গ —নান্দী পাঠাদি, প্রস্তাবনা, নাট্যশালা।
কর্ম্মরঙ্গ —কামরাঙা গাছ ও ফল।
মৎস্যরঙ্গ —মাছরাঙ্গা পাখী।
স্নেহরঙ্গ —শস্য বিং, তিল।
বহিরঙ্গ —অনাত্মীয়, পর, বাহ্য অঙ্গ।
একসঙ্গ —বিষ্ণু, নারায়ণ।
চক্রসঙ্গ —ধাতু বিং, টিন।
অঙ্গসঙ্গ —দেহের পরস্পর সংযোগ, মৈথুন, রতি।
ব্যতিষঙ্গ —আসক্তি, একত্রে বন্ধন, পরস্পর মিলন।
মুক্তসঙ্গ —বিষয়াসক্তি বিবর্জ্জিত, পরিব্রাজক।
অনুষঙ্গ —দয়া, স্নেহ, সম্বন্ধ, প্রসঙ্গ, আসক্তি।
অপাসঙ্গ —তূণ।
উপাসঙ্গ —তূণ, তূণীর।
সমাসঙ্গ —অত্যাসক্তি, সংযোগ, অন্তর্নিবেশন।

অভিষঙ্গ } অভিশাপ, শপথ, অভিভব, পরাজয়,
অভীষঙ্গ } অপবাদ, সম্পর্ক, ভূতে পাওয়া, ব্যসন।
পরিষঙ্গ —আলিঙ্গন।
জয়যজ্ঞ —জয় সূচক-অশ্বমেধ যজ্ঞ।
পঞ্চযজ্ঞ —ব্রহ্ম-নৃ-দেব-পিতৃ-ভূত এই পঞ্চ যজ্ঞ।
ভূতযজ্ঞ —ভূতযোনি দিগের পূজা, বৈশ্বদেব কর্ম্ম।
পিতৃযজ্ঞ —তর্পণ, শ্রাদ্ধ।
অধিযজ্ঞ —কৃষ্ণ।
জপযজ্ঞ —জপকরণ, ইষ্টদেবতার নাম মনেং পঠন।
মহাযজ্ঞ —বেদাধ্যয়ন, হোম, অতিথি পরিচর্য্যা।
অকৃতজ্ঞ —যে উপকার স্বীকার না করে, কৃতঘ্ন।
গণিতজ্ঞ —গণিত শাস্ত্রবেত্তা।
নিমিত্তজ্ঞ —নিমিত্ত বিদ্, হেতুজ্ঞানবান্।
শকুনজ্ঞ —কাক চরিত্র, চিহ্নজ্ঞ, লক্ষণজ্ঞ।
বিধানজ্ঞ —বিধানবেত্তা, বিধিজ্ঞ।
অন্তঃপ্রজ্ঞ —অন্তরের বিষয় যিনি জানেন।
অন্তরজ্ঞ —যিনি অন্তরের বিষয় জানেন, বিচক্ষণ।
ত্রিকালজ্ঞ —ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-ত্রিকাল বেত্তা।
বিশেষজ্ঞ —যে ব্যক্তি বিশেষ জানে, জ্ঞানী।
রক্তসংজ্ঞ —কুঙ্কুম।
কন্দসংজ্ঞ —যোন্যর্শ, যোনিতে রক্তস্রাবরূপ রোগবি৽
চন্দ্রসংজ্ঞ —কর্পূর, ঘনসার।

সোমসংজ্ঞ —কর্পূর।
লঘুগর্গ —ত্রিকণ্টক মৎস্য, টেঙ্গরামাছ।
রক্তবর্গ —দাড়িম, কিংশুক, লাক্ষা,হরিদ্রা ইত্যাদি।
ভিন্নবর্গ —ভগ্নাংশের বর্গ।
অপবর্গ —মুক্তি,ফলসিদ্ধি, দান, নির্ব্বাণ।
ষড়বর্গ —কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য।
অম্লবর্গ —সুশ্রুত মতে দাড়িম্ব, আমলকি।
পোষ্যবর্গ —প্রতিপালনীয়গণ,অনুচর,পরিবার,ভৃত্য।
একসর্গ —একাগ্রমনাঃ।
ভূতসর্গ —ব্রাহ্ম-প্রাজাপত্যোত্যাদি ১৪শ ভূত সৃষ্টি।
অতিসর্গ —দান, উৎসর্গ।
প্রতিসর্গ —ব্রহ্মার সৃষ্টির পর দক্ষাদির সৃষ্টি।
উপসর্গ —ভূকম্পাদি উৎপাত, বিঘ্ন, ২০ প্রকার।
অবসর্গ —স্বেচ্ছাচার।
স্ত্রীসংসর্গ —স্ত্রী সহবাস, মৈথুন।
জীবোৎসর্গ—প্রাণ ত্যাগ।
বৃষোৎসর্গ —ত্রিশূল চক্রাঙ্কিত বৃষ ত্যাগ।
ব্যালখড়্গ —ব্যাল নখ, ব্যালবল।

অগ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

পরপত্রগ —সঙ্কেত বাক্য, কপট বাক্য।
গগণাধ্বগ —সূর্য্য, দিবাকর, তপন, রবি, ভাস্কর।
গুরুতল্পগ —গুরুপত্নীগামী, বিমাতৃগামী।

ভদ্রতুরগ —জম্বুদ্বীপের নব বর্ষান্তর্গত বর্ষ বিং।
বেদপারগ —বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
যুগপার্শ্বগ —শিক্ষার্থ লাঙ্গলে যোড়া গরু।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ —সকলাবয়ব, সর্ব্ব শরীর, আপাদ মস্তক।
অভ্রমাতঙ্গ —ঐরাবত হস্তী, পূর্ব্বদিঙ্ নাগ।
অরাতিভঙ্গ —শত্রুর পরাজয় বা বিনাশ।
চর্ম্মতরঙ্গ —শিথিলিত চর্ম্ম, রোগ বিং, বলি।
জলতরঙ্গ —জলের ঢেউ,বীচি,বাদ্যযন্ত্র,অলঙ্কার বিং।
অতিপ্রসঙ্গ —অতিশয় প্রণয়, অতি বিস্তৃতি।
কথাপ্রসঙ্গ —কথোপকথন,কথাসূত্রে, বাতুল,সাপুড়ে।
উত্তরাসঙ্গ —আচ্ছাদন বস্ত্র, উড়ানী, চাদর।
অনভিষ্যঙ্গ —বিচ্ছেদ, বিয়োগ, অসংযোগ।
মনুষ্যযজ্ঞ —নৃপযজ্ঞ, অতিথি সেবা।
উদ্‌ঘাটিতজ্ঞ —বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ।
শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ —শাস্ত্রে পারদর্শী, শাস্ত্রবিৎ।
ব্যবহারজ্ঞ —সাবালক, ব্যবহার বেত্তা।
দেশকালজ্ঞ —যে দেশ ও কাল বুঝিয়া কার্য্য করে।
অম্বরসর্গ —যথেচ্ছা প্রবৃত্তি।

অগ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

দশযোগভঙ্গ —সংস্কার কর্ম্ম জন্য নক্ষত্র বেধ বিং।
মুক্তপরিষঙ্গ —যাহার ভোগ স্পৃহা নাই, নিস্পৃহ।
পঞ্চমহাযজ্ঞ —বেদাধ্যয়নাদি ৫ প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অগ—অন্ত। (৮) অষ্টাক্ষর।

চতুস্ত্রিংশৎজাতকজ্ঞ—বুদ্ধ।

আগ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

আগ্ —(দেং) পিটুলি নির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র দ্রব্য, শ্রী।

জাগ্ —(ইং) কুঁজো।

ষ্ট্যাগ্ —(ইং) হরিণ, মৃগ।

বাগ্ —(ইং) ছারপোকা।

মার্গ্ —(ধা) গমন, মার্গ।

কাগ —স্বনাম খ্যাত পক্ষী, দ্বীপ বিং, কড়ার ৪র্থাংশ

ছাগ —ছাগল, অজ।

যাগ —যজ্ঞ, হোম।

ত্যাগ —দান, পরিত্যাগ, বিসর্জ্জন, পরিহার, বৈরাগ্য।

দাগ —(যাং) অঙ্ক, কলঙ্ক, চিহ্ন।

নাগ —সর্প বিং, হস্তী, মেঘ, সীসক, জাতি বিং, নিষ্ঠুর, অনাচারী, নাগদন্ত, নাগকেশর বৃক্ষ, মুথা, দেহস্থ বায়ু, করণ বিং, তাম্বুল।

পাগ —(দেং) শিরোবেষ্টন বস্ত্র, উষ্ণীষ।

বাগ —দিক্, নিকট, আয়ত্ততা।

ভাগ —অংশ, একদেশ, ভগ্নাংশ, অদৃষ্ট।

মাগ —(দেং) স্ত্রী, ভার্য্যা, বনিতা।

রাগ —রক্তবর্ণ, অনুরাগ, বিষয়েচ্ছা, ষড়বিধ স্বর, রঞ্জন, রং করা, রজোগুণ, দ্বেষ, সন্তোষ, চন্দ্র,

সূর্য্য, নৃপ, শস্য বিং।

লাগ —সংলগ্ন, লাগা।

বাগ্য —মিতভাষী, বাগ্দরিদ্র।

ভাগ্য —ভাগ যোগ্য, ভাগ বিশিষ্ট, সুদী টাকা, অদৃষ্ট, ভবিতব্যতা, দিষ্ট, দৈব, শুভাশুভ কার্য্য।

প্রাগ্র্য —প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

আগঃ —অপরাধ, পাপ, ক্ষতি।

আঙ্গ —কোমলাঙ্গ, শরীর সম্বন্ধীয়।

গাঙ্গ —ভীষ্ম, কার্ত্তিকেয়, গঙ্গা সম্বন্ধীয়।

চাঙ্গ —দন্তের সৌষ্ঠব বা সৌন্দর্য্য, (দেং) মাচাং।

সাঙ্গ —অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ, সমাপ্ত।

মার্গ —(ধা) অন্বেষণ, মার্গণ, মার্গিত, মার্গ্য, মার্গয়তি।

মার্গ —পথ, অগ্রহায়ণ, অন্বেষণ, বিষ্ণু, গুহ্য।

মার্গ্য —মার্জ্জনীয়, অন্বেষণীয়, গবেষণীয়।

শার্ঙ্গ —শৃঙ্গ সম্বন্ধীয়, বিষ্ণুর ধনুক, আদ্র্ক, চাপ।

আগ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

প্রয়াগ —এলাহাবাদ, তীর্থ বিং, অশ্ব, ইন্দ্র, যজ্ঞ।

সজাগ —জাগ্রত, ঈষৎ নিদ্রা যুক্ত।

তটাগ, তঠাগ —তড়াগ, সরোবর, বৃহৎ জলাশয়।

অস্থাগ —অগাধ, অতি গভীর।

পুন্নাগ —শ্বেত পদ্ম, শ্বেত হস্তী, প্রধান, নাগকেশর।

দিঙ্নাগ —দিগ্গজ, দিগ্হস্তী।
বিভাগ —ভাগ, বণ্টন, পার্থক্য।
শ্রীরাগ —ষড় রাগের মধ্যে তৃতীয় রাগ।
পরাগ —ধূলী, গন্ধ চূর্ণ, চন্দন, স্নানীয় দ্রব্য।
বিরাগ —বৈরাগ্য, ঔদাস্য, অননুরাগ।
সরাগ —অনুরক্ত,রঞ্জিত,রক্তবর্ণ,অনুরাগী,বাসনাযুক্ত।
তড়াগ —গভীর পুষ্করিণী, দীঘী, ফান্দ বিং।
সোহাগ —(দেং) আদর করণ, বাৎসল্য করণ।
দুর্ভাগ্য —দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য, অভাগা।
দৌর্ভাগ্য—দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য, হতভাগ্য।
নির্ভাগ্য —মন্দভাগ্য, দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য।
বৈরাগ্য —সংসারে ঔদাস্য, বিরাগ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম।
একাগ্র —একমনাঃ, অনন্যচিত্ত, একচিত্ততা।
অষ্টাগ্র —অষ্ট কোণ বিশিষ্ট, অষ্ট ভুজ বিশিষ্ট।
সিতাগ্র —কণ্টক, কাঁটা।
অবাগ্র —অধোমুখ, অবনত, নম্র।
আরাগ্র —অর্দ্ধচন্দ্রাকার মুখযুক্ত যন্ত্র।
বংশাগ্র —বাঁশের কোঁড়া, বংশ প্ররোহ।
একাগ্র্য —একচিত্ততা, অনন্য চিত্ত, একমনাঃ।
ঐকাগ্র্য —একাগ্রতা, একবিষয়েই মনোনিবেশ।
অপ্রাগ্র্য —অপ্রধান, অশ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট।
নিরাগঃ —নিষ্পাপ, নিরপরাধ, অনঘ।

একাঙ্গ —বুধগ্রহ, চন্দন, এক শরীর।

শাকাঙ্গ —গোলমরিচ।

চক্রাঙ্গ — রথ, গাড়ী, বাগান, হংস, হেলেঞ্চা, মঞ্জিষ্ঠা।

বক্রাঙ্গ —হংস, বাঁকা অঙ্গ।

শুক্রাঙ্গ —ময়ূর, শিখী, শিখণ্ডী।

যজ্ঞাঙ্গ —যজ্ঞের উপকরণ, উড়ুম্বর বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ।

পঞ্চাঙ্গ —পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট, কচ্ছপ, অশ্ব বিং।

রাজ্যাঙ্গ—রাজ্যের আবশ্যক অঙ্গ-যথা রাজেত্যাদি।

বজ্রাঙ্গ —ভুজঙ্গ, ভোগী, সর্প, বজ্র তুল্য কঠিন দেহ।

ভোটাঙ্গ—দেশ বিং, ভূটান।

খট্বাঙ্গ —খাটের পায়া, নরপঞ্জর, নৃপ বিং।

অষ্টাঙ্গ —আট প্রকার যোগ-প্রণাম।

গণ্ডাঙ্গ —গণ্ডার।

শতাঙ্গ —স্যন্দন, রথ, তিনিশবৃক্ষ।

সিতাঙ্গ —বেলিয়া মাছ।

চিত্রাঙ্গ —হিঙ্গুল, হরিতাল, সর্প, চিতা, চিত্রিতাঙ্গ।

পত্রাঙ্গ —রক্তচন্দন সদৃশ কাষ্ঠ বিং, বকম্ কাঠ।

রক্তাঙ্গ —রক্তদেহ, মৎকুণ, কুজ গ্রহ, পলা।

দীপ্তাঙ্গ —ময়ূর, শিখী।

রথাঙ্গ —রথচরণ-চক্র-চাকা, চক্রবাক্ পক্ষী।

বেদাঙ্গ —শ্রুতির অবয়ব, শিক্ষাদি ছয় প্রকার শাস্ত্র।

সুধাঙ্গ —চন্দ্র, শশী, বিধু।

অর্দ্ধাঙ্গ —শরীরের অর্দ্ধ, পত্নী।
সেনাঙ্গ —অশ্ব-হস্তী-রথ-পদাতি,এই চতুর্ব্বিধ সৈন্য।
হীনাঙ্গ —অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ।
অপাঙ্গ —বিকলাঙ্গ, তিলক, চক্ষুকোণ।
উপাঙ্গ —অপ্রধান অংশ, তিলক, পত্রাবলি।
কুপাঙ্গ —রোমাঞ্চ, রোমহর্ষ।
ধূপাঙ্গ —তার্পিন তৈল।
সূপাঙ্গ —হিঙ্গু, হিং।
সর্ব্বাঙ্গ —সকল অবয়ব, সকল শরীর।
শ্যামাঙ্গ —বুধগ্রহ, যাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ।
হিমাঙ্গ —শীতল তনু।
হেমাঙ্গ —গরুড়, সিংহ, ব্রহ্মা, সুবর্ণাঙ্গ, সুমেরু।
গৌরাঙ্গ —শ্রীচৈতন্য দেব, শ্বেত কায়, সুন্দর শরীর।
ধারাঙ্গ —খড়্গ, তীর্থ।
বরাঙ্গ —বিষ্ণু, কন্দর্প, হস্তী, শ্রেষ্ঠ বপু, স্ত্রীপুং চিহ্ন।
হীরাঙ্গ —ইন্দ্রের বজ্র।
ক্রোড়াঙ্গ—কচ্ছপ, কাছিম।
গূঢ়াঙ্গ —কূর্ম্ম, গুপ্তাঙ্গ জীব, কবন্ধ, কমঠ।
দৃঢ়াঙ্গ —হীরক, দৃঢ়কায়।
নীলাঙ্গ —পক্ষী বিং, সারস পক্ষী।
পলাঙ্গ —শিশুমার, শুশুক।
কৃশাঙ্গ —ক্ষীণ কায়।

হ্রস্বাঙ্গ —মূল বিং, জীরক।

মহাঙ্গ —উষ্ট্র, উট, ক্রমেলক।

অমার্গ —পথাভাব, পথ বিহীন, যাহার পথ নাই।

বিমার্গ —কুপথ, কদাচার, সম্মার্জ্জনী, খেঙ্‌রা।

উন্মার্গ —অসৎ পথ, গর্হিত আচরণ।

সন্মার্গ —সচ্চরিত্র।

আগ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

সোমযাগ —সোমলতা রস পানাত্মক যজ্ঞ বিং।

গ্রহযাগ —গ্রহযজ্ঞ, নবগ্রহ-শান্তির হোম।

পরিত্যাগ —ত্যাগ, বিসর্জ্জন, বর্জ্জন।

দেহত্যাগ —আত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়া, মৃত্যু।

পাণ্ডুনাগ —পুন্নাগ বৃক্ষ, শ্বেত বর্ণ সর্প, শ্বেতহস্তী।

তন্তুনাগ —গ্রাহ, হাঙর।

মল্লনাগ —ঐরাবত হস্তী, পত্রবাহক, কামশাস্ত্র, মুনি বিং

দায়ভাগ —পৈতৃক ধন বিভাগ গ্রন্থ বিং।

পক্ষভাগ —পার্শ্বদেশ, হস্তীর পার্শ্ব ভাগ।

অগ্রভাগ —প্রধান অংশ, প্রান্তভাগ।

আর্ত্তভাগ —ঋতভাগ গোত্রজ ঋষি বি।

রূপভাগ —হ্রাস করণ, কমান।

পরভাগ —সুসম্পত্তি, শেষাংশ, গুণোৎকর্ষ।

সুরাভাগ —মদের ফুট।

মহাভাগ —মহাশয়, সাধু, সৌভাগ্যশালী, শ্রেষ্ঠ।

পিকরাগ —আম্র বৃক্ষ, আম গাছ।
অঙ্গরাগ —শরীর সৌন্দর্য্য সম্পাদক দ্রব্য, গাত্ররঞ্জন।
পীতরাগ —পীতবর্ণ, কিঞ্জল্ক, কেশর।
বীতরাগ —নিস্পৃহ, বিবেকী, রাগ শূন্য।
মদরাগ —কাম, অনুরাগ, কুক্কুট, ভোগাভিলাষ।
পদ্মরাগ —রক্তবর্ণ মণি বিং, পলা।
মণিরাগ —হিঙ্গুল।
অনুরাগ —প্রীতি, স্নেহ, আসক্তি, রাগ।
অপরাগ —অনুরাগ, বিরাগ, বিরক্তি।
উপরাগ —যন্ত্রণা, পরিবাদ, চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ, রাহু।
পুষ্পরাগ —মণি বিং, পদ্মরাগ মণি।
পূর্ব্বরাগ —প্রথমানুরাগ।
তরুরাগ —কিশলয়, নবপল্লব।
নীলীরাগ —স্থির সৌহার্দ্দ, দৃঢ় প্রণয়, নীলবর্ণ।
পৌরোভাগ্য—দোষমাত্র দর্শন।
মণ্ডলাগ্র —অসি, খড়্গ, তরবার।
অষ্টকাঙ্গ —নয়পীঠি, পাশার ছক্।
শূলকাঙ্গ —বরুণের পাশ।
ভৈষজাঙ্গ —অনুপান, ঔষধের সহিত পানীয় রসাদি।
লোহিতাঙ্গ—মঙ্গল গ্রহ, রক্ত বর্ণ শরীর।
বিচিত্রাঙ্গ —ময়ূর, ব্যাঘ্র, মনোহর দেহ।
হরিদ্রাঙ্গ —হরিতাল পক্ষী, হরিদ্রাবর্ণ দেহ।

সিতাপাঙ্গ—শিখী, ময়ূর।

শুক্লাপাঙ্গ—ময়ূর।

উত্তমাঙ্গ —মস্তক, শির।

অধমাঙ্গ —পাদ, চরণ।

কর্ক্করাঙ্গ —পক্ষী বিং, খঞ্জন পাখী।

আচারাঙ্গ—জৈনদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বিং।

বিকলাঙ্গ —হীনাঙ্গ, খঞ্জ প্রভৃতি।

কোমলাঙ্গ—যাহাদের শরীর অতিশয় কোমল।

পুরুষাঙ্গ —পুংচিহ্ন, শিশ্ন।

ষোড়শাঙ্গ—ষোল অঙ্গ বিশিষ্ট-ধূপ বিং।

রাজমার্গ —৪০ হস্ত বিস্তার অতি প্রশস্ত সাধারণ পথ

জ্ঞানমার্গ—নিবৃত্তি মার্গ, জ্ঞানাভ্যাস।

অপমার্গ —মন্দ পথ, দেহ মার্জ্জন।

অপামার্গ—আপাং গাছ।

উরুমার্গ —প্রশস্ত রাস্তা।

জলমার্গ —জল প্রণালী, জলপথ, নর্দ্দমা।

আগ—অস্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

আলস্যত্যাগ —জৃম্ভণ, গাত্রভঙ্গ।

শ্রমবিভাগ —কার্য্যবণ্টক প্রণালী।

অব্যক্তরাগ —ঈষৎ লোহিতবর্ণ।

তাম্বুলরাগ —মসুরি কলাই, পানের দাগ।

উদ্ঘাটিতাঙ্গ —বুদ্ধিমান্, বিবস্ত্র, উলঙ্গ।

অষ্টাদশাঙ্গ —অষ্টাদশ দ্রব্যাত্মক পাঁচন।
নরেন্দ্রমার্গ —রাজপথ, প্রকাশ্য রাস্তা।
সংসারমার্গ —যোনি, স্ত্রী চিহ্ন।

আগ—অন্ত। (৬) ষড়ক্ষর।

ব্যবহারমার্গ—ঋণদান প্রভৃতি ১৮ বিধ বিবাদের স্থান।

আগ—অন্ত। (৭) সপ্তাক্ষর।

উদ্ভিদসংবিভাগ—তরুগুল্মাদির জাতি বিভাগ।

ইগ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

ইগ্ —(ধা) গমন, প্রাপ্তি, সঙ্কেত-ইঙ্গিন, ইঙ্গিত,ইঙ্গন।
পিগ্ —(ইং) শূকর শাবক, শূকরের ছানা।
মৃগ্ —(ধা) অন্বেষণ-মার্গণ, মৃগয়া,মৃগিত, মৃগ্য, মৃগ।
রিগ্ —(ধা) গমন-রিঙ্গন, রিঙ্গিত।
লিগ্ —(ধা) গমন-আঙ্গিন, আলিঙ্গিত, আলিঙ্গক।
ইন্গ্ —(ধা) গমন করা।
রিন্গ্—(ধা) গমন করা।
সৃগ —ভিন্দিপাল, খর্ব্ববাণ।
নৃগ —ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রাজা বিং।
মৃগ —হরিণ, অগ্রহায়ণ মাস, অন্বেষণ, শিকার।
মৃগ্য —অন্বেষণীয়।
বিগ্র —খাঁদা, নাসিকাহীন।
শিগ্রু —শজিনাগাছ, শাক, মোরঙ্গ বৃক্ষ।
তিগ্ম —উষ্ণ, কটু, তীক্ষ্ণ, উদ্ধত।

ইঙ্গ —ইঙ্গিত, জ্ঞান, অদ্ভুত।

শৃঙ্গ —বিষাণ, শিং, শিখর, চিহ্ন, প্রভুত্ব, প্রভাব, পিচকারি, পদ্ম, শিঙা, কামোদ্রেক, কৃত্রিম-ফোয়ারা, অতি সূক্ষ্ম, জীবক।

পিঙ্গ —পিঙ্গল বর্ণ, দুর্গা, হরিদ্রা, বালক, শাবক, হরিতাল।

ভৃঙ্গ —মধুকর, ভৃঙ্গার, ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ, লম্পট, অভ্রক।

লিঙ্গ —চিহ্ন, হেতু, শিশ্ন, অনুমান, প্রকৃতি।

বিজ্ঞ —বিচক্ষণ, পণ্ডিত, জ্ঞানী, নিপুণ, প্রবীণ।

মুদ্গ —পাণিকৌড়ী, মুগ কলাই।

নির্গ —দেশ, জনপদ।

বিড়্গা—কামুক, লম্পট, জার, উপপতি।

ইগ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

বাতিগ —যে বাতরোগ উপশম করে, বেগুণ।

ত্রিশৃঙ্গ —ত্রিকুট পর্ব্বত, ত্রিভুজ, ত্রিকোণ।

জোটিঙ্গ —শিব, তপস্বী।

আফিঙ্গ —অহিফেন।

কলিঙ্গ —দেশ বিং, পক্ষী বিং।

কালিঙ্গ —কলিঙ্গদেশীয় রাজা, তরমুজ, হস্তী, সর্প।

কুলিঙ্গ —চটক, ফিঙ্গা পাখী।

স্ত্রীলিঙ্গ —স্ত্রীবাচক শব্দ, যোনি।

পুংলিঙ্গ —পুরুষ বাচক শব্দ, পুং চিহ্ন।

স্ফুলিঙ্গ —অগ্নিকণা, ফিণ্কী।

নদীজ্ঞ —যে ব্যক্তি নদীর গতি বিশেষ রূপে জানে।
আধিজ্ঞ —ব্যথিত, দুঃখিত, বক্র।
বিধিজ্ঞ —শাস্ত্রজ্ঞ, নিয়মজ্ঞ, বিধান বেত্তা, সদস্য।
অভিজ্ঞ —যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানবান্।
নাড়ীজ্ঞ —বৈদ্য, চিকিৎসক।

ইগ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

দয়াতিগ —সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, রজস্তমোগুণবিহীন।
জনাতিগ —অলৌকিক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট।
শাখামৃগ —কপি, বানর, প্লবঙ্গ, মর্কট।
লতামৃগ —বানর, কপি।
গন্ধমৃগ —কস্তূরী মৃগ, গন্ধগকুলা, খট্টাস।
গ্রামমৃগ —কুক্কুর, কুকুর।
গ্রাম্যমৃগ — [ঐ]
তরুমৃগ —শাখামৃগ, বানর।
ব্যালমৃগ —চিতাবাঘ।
শালামৃগ —শিয়াল, শৃগাল।
নিশামৃগ — [ঐ]
গৃহমৃগ —সারমেয়, কুকুর।
ঈহামৃগ —যাহার মৃগবধ করিবার চেষ্টা, নেকড়েবাঘ
মহামৃগ —হস্তী, গজ, শরভ।
অঙ্গুলিগ—যেসকল জীব অঙ্গুলির উপর ভরদিয়া চলে।
একশৃঙ্গ —বিষ্ণু, একশৃঙ্গযুক্ত পশু।

রাজশৃঙ্গ —মাগুর মাছ, রাজচ্ছত্র।
পৃষ্ঠশৃঙ্গ —বন্যছাগল, যাহারশৃঙ্গ পৃষ্ঠেরদিকে অবনত
স্কন্ধশৃঙ্গ —মহিষ, লুলাপ।
কৃষ্ণশৃঙ্গ —যাহার শৃঙ্গ কাল, মহিষ।
পৃশ্নিশৃঙ্গ —শ্রীকৃষ্ণ, গণেশ, হেরম্ব, গজানন।
গিরিশৃঙ্গ —গণেশ, পর্ব্বতের চূড়া।
সালশৃঙ্গ —ভিত্তির উপরিভাগ।
ঋষ্যশৃঙ্গ —বিভাণ্ডক মুনির পুত্র।
একপিঙ্গ —কুবের।
শ্বেতপিঙ্গ —সিংহ, শুক্লপীতবর্ণ।
মহাভৃঙ্গ —নীলবর্ণ ভীমরাজ গাছ।
জ্যোতিরিঙ্গ—খদ্যোৎ, জোনাকী পোকা।
একলিঙ্গ —কুবের; স্থান বিং।
আত্মলিঙ্গ—আত্মার অস্তিত্বের পরিচায়ক সুখ-দুঃখাদি
ঊর্দ্ধ্বলিঙ্গ—শিব, মহাদেব, শঙ্কর, মৃড়।
বাণলিঙ্গ —নর্ম্মদা নদীজাত শিবলিঙ্গ বিং।
উপলিঙ্গ —ভূমিকম্প প্রভৃতি উপদ্রব, অরিষ্ট।
বিস্ফুলিঙ্গ —অগ্নিকণা, বিষ বিং।
ক্লীবলিঙ্গ —স্ত্রীপুরুষভিন্নবাচক।
কাব্যলিঙ্গ—অর্থালঙ্কার বিং।
শিবলিঙ্গ —শিবের প্রস্তরমৃত্তিকাদিময় লিঙ্গমূর্ত্তি।
প্রবৃত্তিজ্ঞ—বার্ত্তাবহ, চর।

অনভিজ্ঞ—নির্ব্বোধ, মূর্খ, অজ্ঞ।

ষড়ভিজ্ঞ—পরচিত্ত জ্ঞানাদি ষড় বিষয়ে অভিজ্ঞ।

ইগ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

অজহল্লিঙ্গ—স্বলিঙ্গের অত্যাগী শব্দ।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—যাহার প্রতিজ্ঞা কখন অন্যথা হয়না।

উগ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

যুগ—যোড়া, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, ৪হাত, যোয়ালি।

দ্যুগ—পক্ষী, পাখী, বিহঙ্গ।

পূগ—গুবাক, কাঁঠাল, পুঞ্জ, গুণ, ছন্দ।

মুগ—শস্য বিং, কলাই।

স্থগ—বিষ্ঠা, পুরীষ, শোভনগামী, সুগম।

যুগ্য—বাহন, যান, যুগবাহী পশু।

উগ্র—শিব, আগুরি, ক্রোধ, তীব্র, ভয়ানক।

যুগ্ম—যুগল, যোড়া, দ্বন্দ্ব, ছন্দের মিল।

তুঙ্গ—উগ্র, উন্নত, নারিকেল, হরিদ্রা, পর্ব্বত, রাত্রি।

পুঙ্গ—রাশি, সমূহ, স্তুপ।

শুঙ্গ—বটবৃক্ষ, আমড়াগাছ, শুঁয়া।

উদ্গ—উর্দ্ধগত, উত্থিত।

মুদ্গ—মুগকলাই, জলবায়স, পানিকৌড়ি।

দুর্গ—কেল্লা, দুর্গম, অগম্য পথ, ক্ষুদ্র সেতু বিং।

উগ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

আখুগ—মূষিক বাহন, গণেশ, গজানন।

অযুগ —স্বতন্ত্র, এক, বিষম।
ত্রিযুগ —বিষ্ণু, নারায়ণ।
সংযুগ —যুদ্ধ, সংগ্রাম, আহব, সংযোগ, বিগ্রহ, রণ।
অনুগ —পশ্চাদ্‌গামী, সেবক, চর, স্বামী, প্রভু।
আশুগ —বাণ, বায়ু, সূর্য্য, শীঘ্রগামী।
অনুগ্র —ঠাণ্ডা, ভদ্র, শিষ্ট।
অযুগ্ম —স্বতন্ত্র, এক, বিষম।
উচ্চুঙ্গ —পতঙ্গবিং, উইচিঙ্গড়া।
অতুঙ্গ —বামন, খর্ব্ব, বেঁটিয়া।
সুতুঙ্গ —অতিশয় উচ্চ, নারিকেল বৃক্ষ।
উত্তুঙ্গ —উন্নত, অত্যুচ্চ।
বহুজ্ঞ —বহুদর্শী, যাহার অনেক দেখা শুনা আছে।
সমুদ্গ —কৌটা, খুঙি।
অব্দুর্গ —চতুর্দ্দিগে পরিখাবেষ্টিত দুর্গ।

উগ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

দৈবযুগ —দেবমানে ১২০০০বর্ষ,মনুষ্যপরিমাণে ৪ যুগ।
কর্ম্মযুগ —কলিযুগ, শেষ যুগ।
চতুর্যুগ —সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, এই ৪ যুগ।
জঙ্গপূগ —পাপ, কুক্রিয়া, দুষ্কার্য্য।
মাতুলুঙ্গ —বীজপুর, দাড়িম্ব।
মস্তুলুঙ্গ —মস্তিষ্ক, মাথার ঘি।
শ্বেতশৃঙ্গ —যব, শুক্লবর্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট।

পীতমুদ্গ —মুদ্গ বিং, সোণামুগ।

কৃষ্ণমুদ্গ —কালমুগ।

ধন্বদুর্গ —মরুভূমি।

ষড়্‌দুর্গ —ধন্ব-মহী-গিরি-মনুষ্য-মৃৎ-বনদুর্গ।

উগ—অন্ত। (৫) পঞ্চাক্ষর।

অশ্বগোযুগ —এক যোড়া ঘোড়া।

উষ্ট্রগোযুগ —একযোড়া উষ্ট্র।

অম্বরযুগ —স্ত্রীলোকের অধোর্দ্ধ পরিচ্ছদ বিং।

এগ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

এগ্ —(ইং) ডিম্ব, আণ্ডা।

প্লেগ্—(ইং) মড়ক।

বেগ্ —(ইং) প্রার্থনা করা।

লেগ্ —(ইং) পা, জঙ্ঘা।

বেগ —ত্বরা, প্রবাহ, নির্গম, প্রবৃত্তি, উদ্যম, প্রণয়, শুক্র, আগ্রহ।

এগ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

অগ্রেগ —অগ্রসর, অগ্রগামী।

আবেগ —ত্বরা, শীঘ্র, চিত্তসম্ভ্রম।

সংবেগ —অতি বেগ, ভয় জনিত ত্বরা।

উদ্বেগ —উৎকণ্ঠা, ভয়, ত্বরা, ক্ষোভ, দুঃখ, উদ্গমন।

এগ—অন্ত। (৪) চতুরক্ষর।

নাটমেগ্—(ইং) জায়ফল।

ঐগ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

তৈগ্ম্য—তীক্ষ্ণতা, প্রখরতা।

লৈঙ্গ —লিঙ্গ পুরাণ, লিঙ্গ সম্পর্কীয়।

ওগ—অন্ত। (২) দ্ব্যক্ষর।

যোগ —সঙ্গতি, যুক্তি, মিলন, সম্বন্ধ, উপায়, ধ্যান, প্রতারণা, লাভ, শুভকাল, প্রণিধি, চর, সঙ্ক-লন, পরিণাম, নিয়ম, উপযুক্ততা, প্রয়োগ, উপার্জ্জন, বিশ্বাসঘাতক, মান, কৌশল, ফল।

ভোগ —ফলানুভব, মান, দেহ, সর্প, পালন, ধন, সুখ, পণ্য স্ত্রীর বেতন।

রোগ —ব্যাধি, পীড়া, অসুস্থতা, (ইং) দুষ্ট।

যোগ্য—উপযুক্ত, শক্ত, পবিত্র, প্রাচীন, প্রত্যক্ষ, সমর্থ।

রোগ্য—অহিত, কুপথ্য, রোগ সম্বন্ধীয়।

ওগ—অন্ত। (৩) ত্র্যক্ষর।

নিয়োগ —আজ্ঞা, শাসন, প্রবৃত্তি, নিয়ম, অধিকার।

প্রয়োগ —উদাহরণ, নিদর্শন, অনুষ্ঠান, প্রযুক্তি, বশী-করণ, ঘোটক, উল্লেখ, ঋণ দান, অর্পণ, যত্ন, অবসর, দৃষ্টান্ত, অর্থ, বিষয়, প্রবর্ত্তন।

বিয়োগ —বিরহ, বিচ্ছেদ, অভাব, পৃথক্‌ভাব।

অযোগ —অমিল, চিকিৎসা, ঘৃণা, বল, হাতুড়ী।

আযোগ —গন্ধ মাল্যোপহার, ব্যাপার, কুল।

ব্যাযোগ —নাট্যগ্রন্থ-দশবিধ রূপকান্তর্গত রূপক বিং।